পঠন-শিখন বিষয়ক
প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ

পরিমার্জিত ডিপিএড
(প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ- বিটিপিটি)

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
সেপ্টেম্বর, ২০২৫

পঠন-শিখন বিষয়ক কার্যক্রম

পরিমার্জিত ডিপিএড

(প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ- বিটিপিটি)

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ

সেপ্টেম্বর, ২০২৫

রচনা

মোহাম্মদ আহসান ইবনে মাসুদ, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
মাহবুবুর রহমান, সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
মো: হাফিজুর রহমান, ম্যানেজার, রুম টু রিড বাংলাদেশ
ফারদানা আলম, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, রুম টু রিড বাংলাদেশ
সাবিহা তাসমিম অনন্যা, প্রোগ্রাম অফিসার, রুম টু রিড বাংলাদেশ
সহিফা ইসলাম, প্রোগ্রাম অফিসার, রুম টু রিড বাংলাদেশ
তানজিল হাসান, প্রোগ্রাম অফিসার, রুম টু রিড বাংলাদেশ

সম্পাদনা

মো: সাইদুস সাকলায়েন, সিনিয়র ম্যানেজার, রুম টু রিড বাংলাদেশ

সার্বিক সহযোগিতা

ফরিদ আহ্মদ, মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
রাখী সরকার, কান্ট্রি ডিরেক্টর, রুম টু রিড বাংলাদেশ
মো: মাজহারুল করিম, ডিরেক্টর-লিটারেসি, রুম টু রিড বাংলাদেশ

কারিগরি সহযোগিতা

রুম টু রিড বাংলাদেশ

মুখবন্ধ

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে শিক্ষকদের দক্ষতা, পেশাদারিত্ব ও দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে পরিমার্জিত ডিপিএড (প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ- বিটিপিটি) কার্যক্রম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিদ্যালয় পরিচালনা ও শিক্ষার্থীদের শেখার পরিবেশও ক্রমান্বয়ে উন্নত হচ্ছে।

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে পঠন দক্ষতা বৃদ্ধি লক্ষ্যে বিটিপিটি প্রশিক্ষণে নতুন সংযোজন হিসেবে পঠন শিখন কার্যক্রম সক্রিয়ভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এজন্য পিটিআই-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত ইন্সট্রাক্টরগণকে উল্লিখিত বিষয়ে দক্ষ করে তোলা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য 'পঠন শিখন কার্যক্রম' ম্যানুয়ালটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এর ফলে পিটিআই-এর প্রশিক্ষক, বিটিপিটি প্রশিক্ষণার্থী এবং সর্বোপরি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে।

পঠন দক্ষতার লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিতকরণে এই ম্যানুয়ালটিতে পড়তে শেখার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেমন-ধ্বনি সচেতনতা, বর্ণজ্ঞান, শব্দজ্ঞান, পঠন সাবলীলতা ও বোধগম্যতা। ম্যানুয়ালটি পিটিআই-এর পঠন-শিখন কার্যক্রম এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পঠন দক্ষতা ও সাবলীল পাঠক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিটিপিটি প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের পড়ার দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বই পড়ার আগ্রহ বৃদ্ধি, ভাষাগত দক্ষতা উন্নয়ন ও সৃজনশীল চিন্তাভাবনা বিকাশে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

এই ম্যানুয়ালটি ব্যবহার করে প্রশিক্ষণার্থীরা আরও ফলপ্রসূভাবে পঠন-শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম হবেন এবং প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে– এটাই আমার প্রত্যাশা।

মেধা ও শ্রম দিয়ে এই ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও উন্নয়নের যাঁরা অবদান রেখেছে তাঁদের প্রতি আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ফরিদ আহ্‌মদ (যুগ্মসচিব)
মহাপরিচালক
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
ময়মনসিংহ

সূচিপত্র

অধিবেশন নম্বর	**অধিবেশনের শিরোনাম**	**পৃষ্ঠা নম্বর**
১	পড়তে শেখা ও পড়ে শেখা	৫
২	বাংলা স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি পরিচয় ও প্রমিত উচ্চারণবিধি	৮
৩	বাংলা বর্ণ প্রকরণ	২০
৪	ধ্বনি সচেতনতা	২৬
৫	বর্ণজ্ঞান ও শিখন-শেখানো কৌশল	৩২
৬	যুক্তবর্ণ শিখন-শেখানো কৌশল	৪০
৭	শব্দজ্ঞান ও পঠন সাবলীলতার কৌশল ও অনুশীলন	৪৭
৮	বোধগম্যতার কৌশল ও অনুশীলন	৫৩

অধিবেশনঃ ০১	পড়তে শেখা ও পড়ে শেখা

শিখনফল

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. পড়তে শেখা ও পড়ে শেখার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

খ. পড়তে শেখার মৌলিক উপাদানগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

সময়ঃ ১.৩০ ঘণ্টা

পদ্ধতি ও কৌশলঃ আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, পঠন ধাঁধা

উপকরণঃ ভিপকার্ড, পিপিটি স্লাইড, সাদা কাগজ

অংশ-কঃ পড়তে শেখা ও পড়ে শেখা

১. প্রশিক্ষণার্থীদের দলে বসার ব্যবস্থা করে বলুন যে, এই অধিবেশনে পড়া বা পাঠ করা বলতে কী বোঝায়, পড়তে শেখা (learn to read) এবং পড়ে শেখা (read to learn) এবং পড়ার ৫টি মৌলিক উপাদানের সঙ্গে পরিচিতি এবং এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

২. প্রথম পিপিটি দেখিয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের বলুন যে, এখানে একটি বাক্য দেওয়া আছে, আমরা সবাই একটু পড়ার চেষ্টা করি। পড়তে না পারার কারণ বলতে বলুন। বলে দিন, বর্ণ বা চিহ্নের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে পাঠোদ্ধার করা সম্ভব না।

방록이록록록을수

৩. এবার দ্বিতীয় পিপিটি স্লাইডের মাধ্যমে প্রতিটি বাংলা বর্ণের সঙ্গে চিহ্নের সম্পর্ক বলুন। বর্ণ বা চিহ্নের সঙ্গে সংযোগ করতে বলুন। এরপর আগের বাক্যটি প্রদর্শন করুন এবং প্রথম বাক্যটি পড়তে বলুন।

য -방, ত-록, ম -이, প-을, থ-수

৪. এবার তৃতীয় পিপিটি দেখিয়ে বর্ণ বা চিহ্নের সঙ্গে পরিচয় ঘটার কারণে বাক্যটি নিম্নরূপভাবে পড়তে পারার কারণ বলতে বলুন। প্রয়োজনে তথ্যপত্রের আলোকে ব্যাখ্যা প্রদান করুন।

যত মত তত পথ

৫. চতুর্থ পিপিটি দেখিয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের নিম্নে প্রদত্ত বাক্যটি প্রদর্শন করুন। সবাইকে পড়ে বাক্যটির অর্থ বলতে বলুন। এ পর্যায়ে অর্থ না বলতে পারার কারণ পরস্পর আলোচনা করে বলতে বলুন।

যত মত হবম পথ

৬. নিচের তথ্যের আলোকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা স্পষ্ট করুন।

বর্ণ বা চিহ্নের সঙ্গে পরিচয় থাকার কারণে পাঠোদ্ধার করতে পারলেও একটি শব্দের অর্থ না জানার কারণে পড়ে বুঝতে পারা সম্ভব নয়। সুতরাং পড়ে বুঝতে হলে প্রতিটি শব্দের অর্থ জানা আবশ্যক।

৭. **পড়া বলতে আমরা কী বুঝি** তা পরস্পর আলোচনা করে সংক্ষেপে খাতায় লিখতে বলুন।

৮. প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত মূল শব্দগুলো বোর্ডে লিখুন। তথ্যের পুনরাবৃত্তি পরিহার করে প্রাপ্ত ধারণার আলোকে পড়া বা পাঠ করা বলতে কী বোঝায় তা সহায়ক তথ্যের আলোকে আলোচনা করুন।

৯. প্রশ্ন করুন যে, **পড়তে শেখা** ও **পড়ে শেখা** বলতে আমরা কী বুঝি? কয়েকজন প্রশিক্ষণার্থীর নিকট থেকে উত্তর আহ্বান করুন। প্রশ্নোত্তরে সহায়ক তথ্যের আলোকে এ সম্পর্কিত ধারণা ব্যাখ্যা করুন।

১০. এবার **১ম** শ্রেণির পাঠের ছবি এবং ৩য় শ্রেণির (রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই) পাঠের ছবি পাঠের অংশ বিশেষ দেখিয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের বলতে বলুন যে, কোনটি **পড়তে শেখা** এবং কোনটি **পড়ে শেখার কাজ** এবং কেন? প্রশ্নোত্তরে ধারণা দিন।

অংশ-খঃ পড়তে শেখার মৌলিক উপাদান

১. প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট হতে পড়ার উপাদানসমূহ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জেনে নিন।

২. এবার সহায়ক তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে শিশুদের পড়ার দক্ষতা উন্নয়নে পড়ার মৌলিক পাঁচটি উপাদান আলোচনা করুন।

৩. প্রশিক্ষণার্থীদের বলুন যে, পড়ার ৫টি মৌলিক উপাদানের প্রথম ২টি উপাদান অর্থাৎ ধ্বনি সচেতনতা ও বর্ণজ্ঞান পাঠোদ্ধার বা ডিকোডিংয়ে সহায়তা করে এবং বাকি ৩টি উপাদান অর্থাৎ শব্দজ্ঞান, পঠন সাবলীলতা ও বোধগম্যতা অর্থ বুঝতে সহায়তা করে। লেখার সঙ্গে পড়ার সম্পর্ক খুব গভীর।

৪. এবার সংক্ষেপে পুরো অধিবেশনের সার-সংক্ষেপ তুলে ধরুন। প্রশিক্ষণার্থীদের কোনো প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিন এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

অংশ-ঘঃ প্রশিক্ষণার্থীর প্রতিফলন

এই অধিবেশন শেষে নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে ধারণা যাচাই করুন।

ক. শিক্ষার্থীর জন্য পড়তে শেখা গুরুত্বপূর্ণ কেন?

খ. পড়ে শেখা শিক্ষার্থীকে স্বাধীন পাঠকে পরিণত করে – ব্যাখ্যা করুন।

সহায়ক তথ্য: ০১ পড়তে শেখা ও পড়ে শেখা

অংশ-ক

পড়া/পঠন (Reading) বলতে কী বোঝায়?

বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন চিনতে পারার মাধ্যমে পাঠোদ্ধার করতে পারা এবং অর্থ বুঝতে পারাই হচ্ছে পড়া। এটি একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া যার সঙ্গে জড়িত আছে বর্ণ ও শব্দ চিনতে পারা, শব্দের অর্থ বুঝতে পারা, সাবলীলতা অর্জন এবং সম্পূর্ণ পাঠটির অর্থ উপলব্ধি করতে পারা।

পড়ার দুইটি অংশ থাকে-

- সাংকেতিক চিহ্নগুলোকে বর্ণ হিসাবে চিনতে পারার মাধ্যমে শব্দ বা শব্দগুলো উচ্চারণ করতে পারা, যাকে বলা হয় পাঠোদ্ধার (Decoding)।
- লিখিত শব্দগুলোর অর্থ বুঝতে পারার মাধ্যমে সম্পূর্ণ পাঠটির অর্থ উপলব্ধি করতে পারা, যাকে বলা হয় বোধগম্যতা (Understanding)।

পড়তে শেখার সঙ্গে পড়ে শেখার সম্পর্ক

পড়তে শেখা (learn to read)	পড়ে শেখা (read to learn)
▪ পড়তে পারার আগে এবং পড়ার সময়ের প্রচেষ্টাই হলো পড়তে শেখা। যেমন, ধ্বনি ও বর্ণ চিহ্নিত করতে পারা, কার-চিহ্ন ও ফলাচিহ্নের ব্যবহার জানা, শব্দাংশ ও শব্দ পড়া ইত্যাদি। ▪ পড়তে শেখায় বড়দের সহায়তা প্রয়োজন। ▪ পড়তে শেখার ভিত্তি হলো দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত ভাষা। ▪ পড়তে শেখা পড়ার পাঁচটি উপাদানের ওপর নির্ভরশীল। ▪ পড়তে শেখা শিক্ষার্থীকে স্বাধীন পাঠক হতে সহায়তা করে।	▪ পড়তে শেখার পরের ধাপই হলো পড়ে শেখা। পড়ার মাধ্যমে অর্থ বোঝার প্রচেষ্টাই এখানে মুখ্য। ▪ পড়ে শেখার ক্ষেত্রে বড়দের সহায়তা সব সময় প্রয়োজন হয় না। ▪ পড়ে শেখার ভিত্তি হলো লিখিত ভাষা। ▪ পড়ে শেখা পড়তে শেখার ওপর নির্ভরশীল। ▪ পড়ে শেখা শিক্ষার্থীকে স্বাধীন পাঠকে পরিণত করে।

অংশ-খ: পড়ার মৌলিক উপাদানসমূহ

- ধ্বনি সচেতনতা
- বর্ণজ্ঞান
- শব্দজ্ঞান
- পঠন সাবলীলতা
- বোধগম্যতা

অধিবেশন: ০২	বাংলা স্বরধ্বনির পরিচয় ও প্রমিত উচ্চারণবিধি

শিখনফল

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. ধ্বনি উচ্চারণে বাকপ্রত্যঙ্গসমূহের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
খ. বাংলা স্বরধ্বনির বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিকরণ বর্ণনা করতে পারবেন।
গ. বাংলা স্বরধ্বনি উচ্চারণের কৌশল ও প্রমিত উচ্চারণবিধি অনুযায়ী অনুশীলন করতে পারবেন।

সময়: ১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট
পদ্ধতি ও কৌশল: আলোচনা, দলীয় কাজ, উপস্থাপনা, প্রশ্নোত্তর

উপকরণ: বাকপ্রত্যঙ্গের চিত্র; পিপিটি স্লাইড, পোস্টার পেপার, মার্কার পেন।

অংশ-ক: বাকপ্রত্যঙ্গের পরিচয়

১. প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং প্রশিক্ষণের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে নিচের প্রশ্নগুলো করতে পারেন। যেমন:
- প্রমিত উচ্চারণ ভাষার চারটি দক্ষতার কোনটির সঙ্গে সম্পর্কিত? (সম্ভাব্য উত্তর: 'বলা' দক্ষতার সঙ্গে।)
- ধ্বনি উচ্চারণে মানবদেহের কোন কোন প্রত্যঙ্গ ব্যবহৃত হয়? (সম্ভাব্য উত্তর: ফুসফুস, জিহ্বা, তালু, দাঁত, ঠোঁট ইত্যাদি।) এরপর বলুন, আজ আমরা মানব বাকপ্রত্যঙ্গ ও বাংলা স্বরধ্বনির পরিচয় এবং স্বরধ্বনির উচ্চারণবিধি জানব।

২. তথ্যপত্রের আলোকে পিপিটি/বাকপ্রত্যঙ্গের চিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে ধ্বনি উচ্চারণে ব্যবহৃত প্রত্যঙ্গসমূহের তালিকা উপস্থাপন করুন। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বাকপ্রত্যঙ্গ দ্বারা উচ্চারিত ধ্বনির উচ্চারণ-প্রক্রিয়া ব্যাখ্য করুন।

৩. প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এ-বিষয়ে সকলের ধারণা স্পষ্ট করুন।

অংশ-খ: বাংলা স্বরধ্বনির বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিকরণ

১. পিপিটি/ বর্ণচার্টের মাধ্যমে বাংলা স্বরবর্ণের তালিকা প্রদর্শন করুন। প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট জানতে চান - বাংলায় মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি? (সম্ভাব্য উত্তর: সাতটি - ই এ অ্যা আ অ ও উ)।

২. স্বরধ্বনির সংজ্ঞা উল্লেখ করে এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩. তথ্যপত্রে প্রদত্ত স্বরধ্বনির ছকের মাধ্যমে বাংলা স্বরধ্বনির শ্রেণি সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করুন।

৪. প্রশিক্ষণার্থীদের চারটি দলে ভাগ করে জিহ্বার অবস্থান, জিহ্বার উচ্চতা, ঠোঁটের অবস্থা ও চোয়ালের অবস্থা বিবেচনায় স্বরধ্বনির শ্রেণিকরণ করতে এবং স্বরধ্বনিগুলোর বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করে বুঝিয়ে বলতে বলুন। (সম্ভাব্য উত্তর:

ই : সম্মুখ, উচ্চ, প্রসৃত, সংবৃত

এ : সম্মুখ, উচ্চ-মধ্য, প্রসৃত, অর্ধ-সংবৃত

অ্যা : সম্মুখ, নিম্ন-মধ্য, প্রসৃত, অর্ধ-বিবৃত

আ : মধ্য, নিম্ন, নির্লিপ্ত, বিবৃত

অ : পশ্চাৎ, নিম্ন-মধ্য, গোলাকার, অর্ধ-বিবৃত

ও : পশ্চাৎ, উচ্চ-মধ্য, গোলাকার, অর্ধ-সংবৃত

উ : পশ্চাৎ, উচ্চ, গোলাকার, সংবৃত)

৫. প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এ-বিষয়ে সকলের ধারণা স্পষ্ট করুন।

অংশ-গঃ বাংলা স্বরধ্বনির প্রমিত উচ্চারণবিধি

১. তথ্যপত্রের আলোকে বাংলা মৌলিক স্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণবিধি উপস্থাপন করুন।

২. প্রশিক্ষণার্থীদের উচ্চারণ আয়ত্ত করার জন্য দলে আলোচনা করতে বলুন।

৩. তাদের উচ্চারণ শুনুন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

সহায়ক তথ্য: ০২	বাংলা স্বরধ্বনির পরিচয় ও প্রমিত উচ্চারণবিধি

অংশ ক: বাকপ্রত্যঙ্গের পরিচয়

পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে মানুষের নিকট বাগধ্বনি-নির্ভর ভাষাই সবচেয়ে কার্যকর উপায়। যে-কোনো ভাষার বাগধ্বনি সৃষ্টির জন্য দেহের একটি বিশেষ স্থানের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোনো কোনোটির পরিচালনা প্রয়োজন হয়। এ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকেই আমরা বাকপ্রত্যঙ্গ বলে থাকি। ধ্বনি গঠনে বাকপ্রত্যঙ্গগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলোর ভূমিকা দ্বিবিধ। প্রথমত, এগুলোর সাহায্যে বিভিন্ন ধ্বনি গঠিত হয়; দ্বিতীয়ত, এগুলোর সাহায্যে ধ্বনির প্রকৃতিগত পরিবর্তন সাধিত হয়।

ধ্বনি গঠনে কিছু বাকপ্রত্যঙ্গ প্রত্যক্ষভাবে আর কিছু বাকপ্রত্যঙ্গ পরোক্ষভাবে ভূমিকা পালন করে। বাগধ্বনি উৎপাদনে সংশ্লিষ্ট প্রত্যঙ্গগুলো হলো : ফুসফুস, স্বরযন্ত্র, অধিজিহ্বা, গলবিল, আলজিহ্বা, নাসিকাগহ্বর এবং মুখবিবরে অবস্থিত জিহ্বা, দাঁত, তালু, ঠোঁট ইত্যাদি।

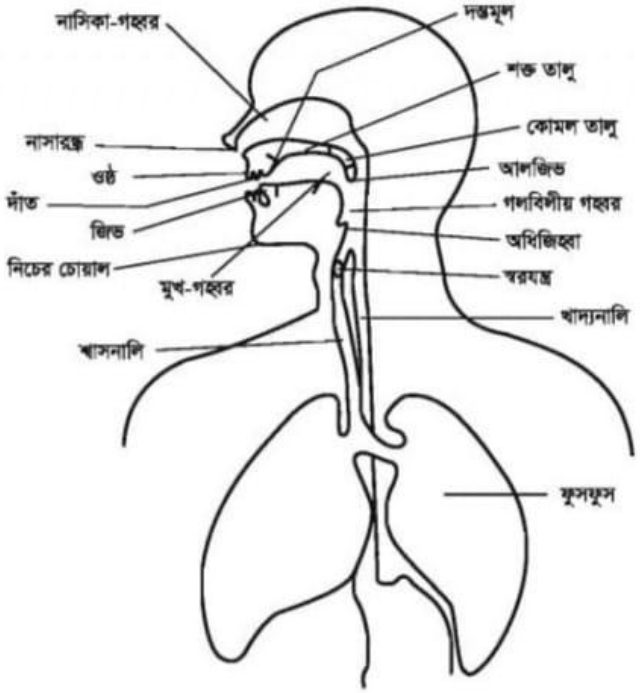

চিত্র: মানব বাকপ্রত্যঙ্গ

অংশ খ: বাংলা স্বরধ্বনির পরিচয় ও শ্রেণিবিন্যাস

যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস-তাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও কোনো প্রকার বাধা পায় না বা শ্রুতিগ্রাহ্য চাপা খায় না, তাদেরকে বলা হয় স্বরধ্বনি। এগুলো অন্য কোনো ধ্বনির সহায়তা ছাড়াই নিজে নিজে উচ্চারিত হতে পারে।

বাংলা বর্ণমালায় অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ - এই এগারোটি স্বরবর্ণ থাকলেও আমরা সাতটি মৌলিক স্বরধ্বনি উচ্চারণ করি। এগুলো হলো : ই এ অ্যা আ অ ও উ। বাংলা ভাষার প্রমিত উচ্চারণরীতি আয়ত্ত করতে হলে এই

মৌলিক স্বরধ্বনিগুলোর প্রকৃত উচ্চারণ আয়ত্ত করতে হবে। আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে স্বরধ্বনিগুলোর বিচারে তিনটি দিক লক্ষ রাখতে হয়, এগুলো হলো: স্বরধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার কোন অংশ উঁচু হয়, জিহ্বার উচ্চতার পরিমাপ এবং ঠোঁট ও চোয়ালের অবস্থা। এই মাপকাঠি অবলম্বনে নিচের ছকে বাংলা স্বরধ্বনিগুলোর শ্রেণি নির্দেশ করা যেতে পারে।

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="3">জিহ্বার অবস্থান</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>সম্মুখ</td><td>মধ্য</td><td>পশ্চাৎ</td></tr>
<tr><td rowspan="4">জিহ্বার উচ্চতা</td><td>উচ্চ</td><td>ই</td><td></td><td>উ</td><td>সংবৃত</td><td rowspan="4">চোয়ালের অবস্থা</td></tr>
<tr><td>উচ্চ-মধ্য</td><td>এ</td><td></td><td>ও</td><td>অর্ধ-সংবৃত</td></tr>
<tr><td>নিম্ন-মধ্য</td><td>অ্যা</td><td></td><td>অ</td><td>অর্ধ-বিবৃত</td></tr>
<tr><td>নিম্ন</td><td></td><td>আ</td><td></td><td>বিবৃত</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2"></td><td>প্রসৃত</td><td>নির্লিপ্ত</td><td>গোলাকার</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">ঠোঁটের আকৃতি</td></tr>
</table>

অংশ গ: বাংলা স্বরধ্বনির প্রমিত উচ্চারণবিধি

প্রমিত উচ্চারণরীতিতে বলার দক্ষতা অর্জনে প্রতিটি স্বরধ্বনির উচ্চারণ আলাদা আলাদাভাবে জানা গুরুত্বপূর্ণ। তেমনি শব্দ-মধ্যে অন্য ধ্বনির সংস্পর্শে যেভাবে উচ্চারিত হয়, তা-ও জানা প্রয়োজন। নিচে স্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণবিধি উল্লেখ করা হলো।

অ-ধ্বনির উচ্চারণ:

অ-ধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার পেছনের অংশ কোমল তালুর দিকে নিম্ন অবস্থা থেকে সামান্য উঁচু হয়। ঠোঁট গোলাকার ও চোয়াল থাকে অর্ধ-বিবৃত। অ-ধ্বনি আবার কিছুটা ও -এর মতো অর্ধ-সংবৃতরূপে উচ্চারিত হতে পারে।
শব্দে অবস্থানভেদে অ-ধ্বনির দুরকমের উচ্চারণ হতে পারে।

ক. অ-ধ্বনির স্বাভাবিক (অর্ধ-বিবৃত) উচ্চারণ

শব্দের আদিতে:

১. শব্দের আদিতে না-বোধক 'অ'। যেমন - অটল, অনাহার, অনাচার।

২. 'অ' কিংবা 'আ'-যুক্ত ধ্বনির পূর্ববর্তী অ-ধ্বনি বিবৃত হয়। যেমন - অমানিশা, কথা।

শব্দের মধ্যে ও অন্তে:

১. পূর্ব স্বরের সঙ্গে মিল রেখে স্বরসঙ্গতির কারণে বিবৃত 'অ'। যেমন - কদম, কত, শ্রেয়।

২. ঋ-ধ্বনি, এ-ধ্বনি ও ঐ-ধ্বনির পরবর্তী 'অ' প্রায়ই বিবৃত হয়, যেমন - তৃণ, মৌন, ধৈর্য ইত্যাদি।

৩. অনেক সময় ই-ধ্বনির পরের 'অ' বিবৃত হয়, যেমন - রচিত, জনিত ইত্যাদি।

খ. অ-ধ্বনির সংবৃত উচ্চারণ

অ-ধ্বনির সংবৃত উচ্চারণে চোয়ালের ফাঁক কম ও ঠোঁট গোলাকৃতি হয়ে 'ও'-র মতো উচ্চারিত হয়।

শব্দের আদিতে:

১. পরবর্তী স্বর সংবৃত হলে শব্দে আদি 'অ' সংবৃত হয়। যেমন- অতি (ওতি), করুন (কোরুন), করে (অসমাপিকা 'কোরে')।

২. পরবর্তী ই, উ ইত্যাদির প্রভাবে র-ফলা যুক্ত 'অ' সংবৃত হয়। যেমন- প্রতিভা (প্রোতিভা), প্রচুর (প্রোচুর) ইত্যাদি। কিন্তু অ, আ ইত্যাদির প্রভাবে পূর্ব 'অ' বিবৃত হয়। যেমন, প্রভাত, প্রলয়।

শব্দের মধ্যে ও অন্তেঃ

১। তর, তম প্রত্যয়যুক্ত বিশেষণ পদের অন্ত্য 'অ' সংবৃত হয়। যেমন - (প্রিয়তমো), গুরুতর (গুরুতরো) ইত্যাদি।

২। ই, উ-এর পরবর্তী মধ্য ও অন্ত্য 'অ' সংবৃত। যেমন, প্রিয় (প্রিয়ো), যাবতীয় (যাবতিয়ো) ইত্যাদি।

আ-ধ্বনির উচ্চারণ

বাংলায় আ-ধ্বনি একটি বিবৃত স্বর। এর উচ্চারণ হ্রস্ব ও দীর্ঘ দু-ই হতে পারে। এর উচ্চারণ অনেকটা ইংরেজি ফাদার (father) ও কাম (clam) শব্দের 'আ'-এর মতো। যেমন- আপন, বাড়ি, মা, দাতা ইত্যাদি। বাংলায় একাক্ষর শব্দে 'আ' দীর্ঘ হয়। যেমন- জাম শব্দে 'আ' দীর্ঘ । কিন্তু একাধিক অক্ষরযুক্ত শব্দে 'আ'-এর উচ্চারণ হ্রস্ব। যেমন- জামা শব্দে 'আ' হ্রস্ব।

ই ঈ-ধ্বনির উচ্চারণ

বাংলায় সাধারণত হ্রস্ব ই-ধ্বনি এবং দীর্ঘ ঈ-ধ্বনির উচ্চারণে কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। একাক্ষর শব্দের ই এবং ঈ দুটোই দীর্ঘ হয়, কিন্তু একাধিক অক্ষরযুক্ত শব্দে হ্রস্ব হয়।। যেমন- দীন (দীর্ঘ)- দীনা (হ্রস্ব), নিচ (দীর্ঘ)- নিচু (হ্রস্ব)। এজন্য ঈ মৌলিক স্বরধ্বনি নয়।

উ ঊ-ধ্বনির উচ্চারণ

বাংলায় উ এবং ঊ-কারের উচ্চারণে তেমন কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। একাক্ষর শব্দের উ এবং ঊ দুটোই দীর্ঘ হয়, কিন্তু একাধিক অক্ষরযুক্ত শব্দে হ্রস্ব হয়।। যেমন- চুল (দীর্ঘ)- চুলা (হ্রস্ব), রূপ (দীর্ঘ)- রূপা (হ্রস্ব)। এজন্য ঊ মৌলিক স্বরধ্বনি নয়।

ঋ-ধ্বনির উচ্চারণ

ঋ বাংলায় মৌলিক স্বর হিসেবে উচ্চারিত হয় না। স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হলে ঋ-এর উচ্চারণ রি-এর মতো হয়। আর ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হলে র-ফলা + ই-কার এর মতো হয়। যেমন- ঋণ, ঋতু (রীন, রীতু), মাতৃ (মাত্রি), কৃষি (কৃষি)।

এ অ্যা/এ্যা-ধ্বনির উচ্চারণ

এ ধ্বনির উচ্চারণ সংবৃত ও বিবৃত উভয়ই হতে পারে। 'দেখি' শব্দে এ-এর প্রকৃত উচ্চারণ সংবৃত। যেমন- দেখি (দেখি)। কিন্তু দেখা (দ্যাখা) শব্দে এ-এর উচ্চারণ বিবৃত। এ-এর বিবৃত (অ্যা/এ্যা) উচ্চারণ কালক্রমে বাংলায় মৌলিক স্বরধ্বনি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বিবৃত এ-কে অ্যা/এ্যা দিয়ে লেখা হয়। '্যা' দিয়ে এ বর্ণের কারচিহ্ন লেখা হয়।

এ-এর সংবৃত উচ্চারণ

১. পদের অন্তে 'এ' সংবৃত হয়। যেমন- পথে, ঘাটে, আসে ইত্যাদি।

২. তৎসম শব্দের প্রথমে ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত এ-ধ্বনির উচ্চারণ সংবৃত হয়। যেমন- দেশ, প্রেম, শেষ ইত্যাদি।

৩. একাক্ষর সর্বনাম পদের 'এ' সংবৃত। যেমন- কে, সে, যে।

৪. হ কিংবা আকারবিহীন যুক্তধ্বনি পরে থাকলে 'এ' সংবৃত হয়। যেমন- দেহ, কেহ, কেষ্ট।

৫. ই বা উ-কার পরে থাকলে 'এ' সংবৃত হয়। যেমন- লেখি, বেলুন।

এ ধ্বনির বিবৃত (অ্যা/এ্যা) উচ্চারণ

এ ধ্বনির বিবৃত (অ্যা/এ্যা) উচ্চারণ ইংরেজি ক্যাট (cat) ও ব্যাট (bat)-এ 'এ' এর মতো। যেমন, দেখ (দ্যাখ্), এক (এ্যাক) ইত্যাদি। অ্যা/এ্যা-এর উচ্চারণ কেবল শব্দের আদিতেই পাওয়া যায়, শব্দের মধ্যে ও অন্তে পাওয়া যায় না।

১. দুই অক্ষর বিশিষ্ট সর্বনাম বা অব্যয় পদে - যেমন, এত, হেন, কেন।

২. অনুস্বার ও চন্দ্রবিন্দু যুক্ত ধ্বনির আগে এ্যা উচ্চারিত হয়। যেমন- খেংড়া, চেংড়া, গেঁজেল ইত্যাদি।

৩. খাঁটি বাংলা শব্দে এ্যা উচ্চারিত হয়। যেমন- খেমটা, ঢেপসা, তেলাপোকা, তেনা, দেওর।

ঐ ধ্বনির উচ্চারণ

ঐ বাংলায় মৌলিক ধ্বনি নয়, একটি যৌগিক স্বরধ্বনি। ও + ই - এই দুটি স্বরের মিলিত ধ্বনিতে ঐ-ধ্বনির সৃষ্টি হয়। যেমন- বৈধ, বৈদেশিক, ঐক্য, চৈতন্য।

ও ধ্বনির উচ্চারণ

বাংলা একাক্ষর শব্দে ও-ধ্বনির উচ্চারণ দীর্ঘ। যেমন- গো, জোর, রোগ, বোন ইত্যাদি। অন্যত্র সাধারণত হ্রস্ব। যেমন- রোগা, বোনা, সোনা ইত্যাদি। ও ইংরেজি বোট (boat) শব্দের (oa)-এর মতো।

ঔ ধ্বনির উচ্চারণ

ঔ বাংলায় মৌলিক ধ্বনি নয়, একটি যৌগিক স্বরধ্বনি। ও + উ - এই দুটি স্বরের মিলিত ধ্বনিতে ঐ-ধ্বনির সৃষ্টি হয়। এটি যৌগিক স্বরধ্বনির প্রতীক বা চিহ্ন। যেমন- গৌরব, নৌকা, গৌণ ইত্যাদি।

অধিবেশনঃ ০২	বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির পরিচয় ও প্রমিত উচ্চারণবিধি

শিখনফল

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিকরণ বর্ণনা করতে পারবেন।

খ. বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের কৌশল ও প্রমিত উচ্চারণবিধি আনুযায়ী অনুশীলন করতে পারবেন।

সময়ঃ ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি ও কৌশলঃ আলোচনা, দলীয় কাজ, উপস্থাপনা, প্রশ্নোত্তর

উপকরণঃ বাকপ্রত্যঙ্গের চিত্র; পিপিটি স্লাইড

অংশ ক : ব্যঞ্জনধ্বনির বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিকরণ

১. প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং প্রশিক্ষণের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। এরপর বলুন, আজ আমরা বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির পরিচয়, শ্রেণিবিন্যাস এবং ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণবিধি জানব।

২. ব্যঞ্জনধ্বনির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করুন। পূর্ব অধিবেশনের ধারাবাহিকতায় স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির পার্থক্য আলোচনা করুন।

৩. পিপিটি/বাকপ্রত্যঙ্গের চিত্রের মাধ্যমে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিসমূহের উচ্চারণ-স্থান নির্দেশ করুন। তথ্যপত্রের আলোকে বর্গীয় ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর উচ্চারণ-স্থান অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ উপস্থাপন করুন।

৪. তথ্যপত্রের সহায়তায় উচ্চারণ-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিসমূহ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা উপস্থাপন করুন।

৫. দলগত কাজের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের নিচের কর্মপত্রটি পূরণ করতে বলুন।

	অঘোষ		ঘোষ		নাসিক্য
	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	
কণ্ঠ্য/জিহ্বামূলীয়					
তালব্য					
মূর্ধন্য					
দন্ত্য					

ওষ্ঠ্য					
অন্যান্য					

৬. প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এ-বিষয়ে সকলের ধারণা স্পষ্ট করুন।

অংশ খ : বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণবিধি

১. তথ্যপত্রের আলোকে বাংলা মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর উচ্চারণবিধি উপস্থাপন করুন।

২. প্রশিক্ষণার্থীদের উচ্চারণ আয়ত্ত করার জন্য দলে আলোচনা করতে বলুন।

৩. তাদের উচ্চারণ শুনুন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

সহায়ক তথ্য: ০২	বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির পরিচয় ও প্রমিত উচ্চারণবিধি

অংশ-ক

মানব বাকপ্রত্যঙ্গ দ্বারা উচ্চারিত ধ্বনিগুলো প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত - ১. স্বরধ্বনি, ২. ব্যঞ্জনধ্বনি। যেসব ধ্বনি উচ্চারণে ফুসফুস তাড়িত বাতাস কোথাও **না কোথাও** বাধা পায় বা শ্রুতিগ্রাহ্যরূপে চাপা খায়, সেগুলোকে বলে ব্যঞ্জনধ্বনি। এগুলো স্বরধ্বনির সহায়তা ছাড়া নিজে নিজে উচ্চারিত হতে পারে না।

বাংলা বর্ণমালায় ৩৯টি ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলেও মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি ৩০টি। এই ৩০টি ব্যঞ্জনধ্বনিই আমরা উচ্চারণ করি।

ব্যঞ্জনবর্ণ	মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি	মন্তব্য
ক খ গ ঘ ঙ	ক খ গ ঘ ঙ	
চ ছ জ ঝ ঞ	চ ছ জ ঝ	ঞ -এর উচ্চারণ ন-এর মতো।
ট ঠ ড ঢ ণ	ট ঠ ড ঢ	ণ -এর উচ্চারণ ন-এর মতো।
ত থ দ ধ ন	ত থ দ ধ ন	
প ফ ব ভ ম	প ফ ব ভ ম	
য র ল	র ল	য-এর উচ্চারণ জ-এর মতো।
শ ষ স হ	শ স হ	ষ-এর উচ্চারণ শ- এর মতো ।
ড় ঢ় য় ৎ	ড় ঢ়	য় শ্রুতি ধ্বনি, ৎ প্রকৃতপক্ষে ত্
ং ঃ ঁ		ং এবং ঙ-এর উচ্চারণ অভিন্ন;
		ঃ এবং হ-এর উচ্চারণ প্রায় অভিন্ন
		ঁ - নাসিক্যদ্যোতনা প্রকাশক চিহ্ন

প্রমিত উচ্চারণ আয়ত্ত করার জন্য ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর উচ্চারণরীতি জানা অত্যন্ত জরুরি।

ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিকরণ

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যঞ্জনধ্বনিসমূহ বিচার-বিশ্লেষণে উচ্চারণস্থান, উচ্চারণরীতি, কোমলতালুর অবস্থা, বায়ুর চাপ ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়।

উচ্চারণ স্থানের ভিত্তিতে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিসমূহকে কয়েকটি বর্গে ভাগ করা হয়। যেমন,

১. ক-বর্গীয় ধ্বনি : ক, খ, গ, ঘ, ঙ

জিহ্বামূল এবং কোমল তালুর স্পর্শে এই ধ্বনিগুলো উচ্চারিত হয়। এগুলো জিহ্বামূলীয় বা কণ্ঠ্য স্পর্শ ধ্বনি।

২. চ-বর্গীয় ধ্বনি : চ, ছ, জ, ঝ, ঞ

তালুর সামনের অংশে জিভের পাতার সম্মুখভাগের স্পর্শে এই ধ্বনিগুলো উচ্চারিত হয়। এদের বলা হয় তালব্য স্পর্শধ্বনি।

৩. ট-বর্গীয় ধ্বনি: ট, ঠ, ড, ঢ, ণ

জিভটি উল্টে গিয়ে উপরের মাড়ির গোড়ার শক্ত অংশ অর্থাৎ মূর্ধা স্পর্শ করলে এই ধ্বনিগুলো উচ্চারিত হয়। এদের নাম মূর্ধন্যধ্বনি।

৪. ত-বর্গীয় ধ্বনি: ত, থ, দ, ধ, ন

জিভের পাতার সম্মুখভাগ উপর পাটি দাঁতের গোড়ার দিকে স্পর্শ করলে এই ধ্বনিগুলো উচ্চারিত হয়। এদের বলা হয় দন্ত্য ধ্বনি।

৫. প-বর্গীয় ধ্বনি: প, ফ, ব, ভ, ম

ঠোঁট দুটি পরস্পর স্পর্শ করলে এই ধ্বনিগুলো উচ্চারিত হয়। এদের ওষ্ঠ্যধ্বনি বলা হয়। ক থেকে ম পর্যন্ত পাঁচটি বর্গে মোট পঁচিশটি ধ্বনি। এসব ধ্বনির উচ্চারণে ফুসফুসতাড়িত বাতাস বাকপ্রত্যঙ্গের কোথাও কোথাও বাধা পায় এবং স্পৃষ্ট হয় বলে এদের স্পর্শধ্বনি বলা হয়।

অংশ-খ:

উচ্চারণ স্থানের দিক থেকে যেমন বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে ৫টি বর্গে ভাগ করা হয়েছে তেমনি ধ্বনিগুলোর উচ্চারণ প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিকে বিভিন্নভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ, ঘোষ, অঘোষ, নাসিক্য ইত্যাদি ধ্বনিগুণের ভিত্তিতে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিসমূহের পরিচয় দেওয়া হলো :

ঘোষ ধ্বনি

যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে স্বরযন্ত্রের মধ্যবর্তী স্বরতন্ত্রীদ্বয় কম্পিত হয়, সেসব ব্যঞ্জনধ্বনিকে ঘোষ ধ্বনি বলে। বর্গীয় ব্যঞ্জনগুলোর ৩য় ধ্বনি (গ জ ড দ ব), ৪র্থ ধ্বনি (ঘ ঝ ঢ ধ ভ) এবং ঙ ন ম র ল ড় ঢ় হ ঘোষ ধ্বনি।

অঘোষ ধ্বনি

যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে স্বরযন্ত্রের মধ্যবর্তী স্বরতন্ত্রীদ্বয় কম্পিত হয় না, সেসব ব্যঞ্জনধ্বনিকে অঘোষ ধ্বনি বলে। বর্গীয় ব্যঞ্জনগুলোর ১ম ধ্বনি (ক চ ট ত প), ২য় ধ্বনি (খ ছ ঠ থ ফ) এবং শ স অঘোষ ধ্বনি।

স্বল্পপ্রাণ বা অল্পপ্রাণ ধ্বনি

যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় বায়ুচাপের স্বল্পতা থাকে, ফলে বাতাস আস্তে বের হয় সেসব ধ্বনিকে স্বল্পপ্রাণ বা অল্পপ্রাণ ধ্বনি বলে। বর্গীয় ব্যঞ্জনগুলোর ১ম ধ্বনি (ক চ ট ত প) , ৩য় ধ্বনি (গ জ ড দ ব) এবং ঙ ন ম র ল ড় শ স স্বল্পপ্রাণ ধ্বনি।

মহাপ্রাণ ধ্বনি

যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় বায়ুচাপের আধিক্য থাকে, ফলে বাতাস সজোরে বের হয় সেসব ধ্বনিকে মহাপ্রাণ ধ্বনি বলে। বর্গীয় ব্যঞ্জনগুলোর ২য় ধ্বনি (খ ছ ঠ থ ফ), ৪র্থ ধ্বনি (ঘ ঝ ঢ ধ ভ) এবং ঢ় হ মহাপ্রাণ ধ্বনি।

নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি

যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে ফুসফুসতাড়িত বাতাস মুখ গহ্বরের কোথাও না কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় কিন্তু পরক্ষণেই কোমল তালু নিচে নেমে এসে নাসিকা গহ্বরের পথ উন্মুক্ত করে দেয় এবং বাতাস সম্পূর্ণ নাক দিয়ে বেরিয়ে যায় সেসব ধ্বনিকে নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। বর্গীয় ব্যঞ্জনগুলোর ৫ম ধ্বনি পাঁচটি নাসিক্য হলেও তাদের মধ্যে ঙ, ন, ম – এই তিনটিই মৌলিক নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি।

স্পর্শ বা স্পৃষ্ট ধ্বনি

যেসব ধ্বনি উচ্চারণে উচ্চারকদ্বয় পরস্পর সংস্পর্শ লাভ করে এবং ফুসফুস-নির্গত বায়ুপ্রবাহকে বাধা দেয়, আটকে রাখে এবং পরক্ষণেই ফটকার মত আওয়াজ করে বাতাস ছেড়ে দেয়, তাদের স্পর্শ বা স্পৃষ্ট ধ্বনি বলে। বাংলায় স্পৃষ্ট ধ্বনি বিশটি – ক খ গ ঘ চ ছ জ ঝ ট ঠ ড ঢ ত থ দ ধ প ফ ব ভ।

পার্শ্বিক ধ্বনি

যে ধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগকে মুখের মাঝামাঝি দন্তমূলে ঠেকিয়ে রেখে জিহ্বার এক পাশ বা দু পাশ দিয়ে মুখবিবর থেকে বায়ু বের করে দেওয়া হয়, পার্শ্বোত্থিত বা পার্শ্বজাত সেই ধ্বনিকে পার্শ্বিক ধ্বনি বলে। ল পার্শ্বিক ধ্বনি।

কম্পনজাত ধ্বনি

জিহ্বার অগ্রভাগকে কম্পিত করে ও তদ্দ্বারা দন্তমূলকে একাধিকবার দ্রুত আঘাত করে যে ধ্বনি উচ্চারণ করা হয়, তাকে কম্পনজাত ধ্বনি বলে। র একটি কম্পনজাত ধ্বনি।

তাড়নজাত ধ্বনি

যে ধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগের তলদেশ দ্বারা অর্থাৎ উল্টো পিঠের দ্বারা দন্তমূলে দ্রুত আঘাত করে বায়ুপ্রবাহে একরকম তাড়না সৃষ্টি করা হয়, তাকে তাড়নজাত ধ্বনি বলে। ড় ঢ় – এই ধ্বনি দুটি তাড়নজাত।

উষ্ম বা শিসধ্বনি

যে ধ্বনি উচ্চারণে বাতাস মুখবিবরে কোথাও বাধা পায় না, তবে বায়ুপথ সংকীর্ণ হয়ে ঘর্ষণপ্রাপ্ত হয় বা শ্রুতিগ্রাহ্য চাপা খায় এবং শিস ধ্বনির সৃষ্টি করে, তাকে উষ্ম বা শিসধ্বনি বলে। শ স হ – এই তিনটি শিস বা উষ্ম ধ্বনি।

নিচের ছকে ব্যঞ্জধ্বনিগুলোকে বিন্যস্ত করে দেখানো হলো:

	অঘোষ		ঘোষ		নাসিক্য
	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	
কণ্ঠ্য/জিহ্বামূলীয়	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
তালব্য	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
মূর্ধন্য	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
দন্ত্য	ত	থ	দ	ধ	ন
ওষ্ঠ্য	প	ফ	ব	ভ	ম
অন্যান্য	শ স ল র ড় ঢ় হ				

অধিবেশনঃ ৩	বাংলা বর্ণ প্রকরণ

শিখনফল

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ

১। বাংলা স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময়ঃ ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি ও কৌশলঃ আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, দলীয় উপস্থাপন

উপকরণঃ বর্ণকার্ড, ফ্লিপচার্ট, তথ্যপত্র, পিপিটি স্লাইড।

অংশ-কঃ বাংলা বর্ণমালা

- পূর্ববর্তী অধিবেশনের স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি আলোচনার সূত্র ধরে বাংলা বর্ণমালা আলোচনা করার পরিবেশ সৃষ্টি করুন।
- তথ্যপত্রের আলোকে বাংলা স্বরবর্ণ ও ব্যাঞ্জনবর্ণ সমূহ উপস্থাপন করুন। বর্ণমালার সকল বর্ণের সাথে প্রশিক্ষণার্থীদের পরিচয় করিয়ে দিন।

ক) প্রশিক্ষণার্থীদের এরপর দলীয় কাজের মাধ্যমে প্রথমে স্বরবর্ণের পূর্ণমাত্রা, অর্ধমাত্রা ও মাত্রহীন বর্ণগুলো খুঁজে বের করতে বলুন এবং পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন।

পূর্ণমাত্রার বর্ণ-
অর্ধমাত্রার বর্ণ-
মাত্রাহীন বর্ণ-

খ) এরপর একই দলে ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্ণমাত্রা, অর্ধমাত্রা ও মাত্রহীন বর্ণগুলো খুঁজে বের করতে বলুন এবং পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন।

অর্ধমাত্রার বর্ণ-
মাত্রাহীন বর্ণ-
অবশিষ্ট বর্ণ-

গ) নির্ধারিত সময় শেষ হলে প্রত্যেক দলকে তাদের দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন।

অংশ-খঃ কার চিহ্ন ও ফলা

১. ক) প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশ্ন করুন কারচিহ্ন কী? কতগুলো কারচিহ্ন আছে বলুন?

তাদের উত্তর প্রদানে সহায়তা করুন। প্রয়োজনে সহায়ক তথ্য থেকে সহায়তা নিয়ে পিপিটির মাধ্যমে কার ও ফলা চিহ্নগুলো উপস্থাপন করুন। এরপর কার চিহ্ন ও ফলা চিহ্নের মধ্যে পার্থক্য উপস্থাপন করুন এবং বিভিন্ন শব্দে এদের প্রয়োগ বোর্ডে লিখে উপস্থাপন করুন।

কারচিহ্ন : স্বরবর্ণ যখন ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে যুক্ত হয় তখন সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়। স্বরবর্ণের এ সংক্ষিপ্ত রূপকে কার বলে।

আ-কার- া

ই-কার- ি

ঈ-কার- ী

উ-কার- ু

ঊ-কার- ূ

ঋ-কার- ৃ

এ-কার- ে

ঐ-কার- ৈ

ও-কার- ো

ঐ-কার- ৌ

খ) ফলা চিহ্ন বলতে কী বোঝেন? বাংলা ভাষায় কী কী ফলা চিহ্ন আছে?

ফলা: স্বরবর্ণ যেমন ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে যুক্ত হলে আকৃতি পরিবর্তন হয় তেমনি কোন কোন ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জবর্ণের সাথে যুক্ত হলে আকৃতি পরিবর্তন হয় এবং কখনো কখনো সংক্ষিপ্তও হয়। ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে ফলা বলে। যে ব্যঞ্জনটি যুক্ত হয় তার নাম অনুসারে ফলার নামকরণ হয়।

যেমন-

ম-এ য-ফলা : ম্য

ম-এ র-ফলা : ম্র

ম-এ ল-ফলা : ম্ল

ম-এ ব-ফলা : ম্ব

ফলার রূপ এ রকম-

য ফলা : ব্যাঙ, সহ্য

ব ফলা : শ্বাস, স্বাভাবিক

ম ফলা : পদ্ম, স্মরণ

র ফলা : প্রমাণ, শ্রান্ত

ন ফলা : রত্ন, যত্ন

ল ফলা : ম্লান, ক্লান্ত।

অংশ-গঃ প্রশিক্ষণার্থীদের অনুচিন্তন

১. এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণের শিখনফল কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নোক্ত প্রশ্ন করুন।

ক) স্বরবর্ণ কাকে বলে?

খ) ব্যঞ্জনবর্ণ সংখ্যা কতটি?

গ) কার ও ফলার মধ্যে পার্থক্য কী?

সহায়ক তথ্য: ৩	বাংলা বর্ণ প্রকরণ

বাংলা বর্ণমালা:

পৃথিবীর অনেক ভাষারই বর্ণমালা রয়েছে। যেমন-বাংলা, ইংরেজি, রুশ, হিন্দি প্রভৃতি। এ সব ভাষার লিখন ব্যবস্থা হলো বর্ণভিত্তিক। যে কোনো ভাষায় ব্যবহৃত লিখিত বর্ণসমষ্টিকে সেই ভাষার বর্ণমালা বলা হয়। ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বলা হয় বর্ণ।

১) স্বরবর্ণ: স্বরধ্বনি দ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্নকে স্বরবর্ণ বলে।

স্বরবর্ণসমূহ:

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ

এ ঐ ও ঔ **১১টি**

এদের মধ্যে-

পূর্ণমাত্রার বর্ণ- ৬টি : অ আ ই ঈ উ ঊ
অর্ধমাত্রার বর্ণ- ১টি : ঋ
মাত্রাহীন বর্ণ- ৪টি : এ ঐ ও ঔ
স্বরবর্ণ যখন স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয়, তখন পূর্ণরূপ লেখা হয়। অ, আ, ই, এ ইত্যাদি।
স্বরবর্ণের পুর্ণরূপ শব্দের শুরুতে, মাঝে ও শেষে তিন অবস্থানেই থাকতে পারে।
শব্দের শুরুতে: আকাশ, ইলিশ, উপকার।
শব্দের মাঝে: কুরআন, আউশ।
শব্দের শেষে: বউ, জামাই।

কারচিহ্ন: স্বরবর্ণ যখন ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে যুক্ত হয় তখন সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়। স্বরবর্ণের এ সংক্ষিপ্ত রূপকে কার বলে।

আ-কার- া

ই-কার- ি

ঈ-কার- ী

উ-কার- ু

উ-কার- ু

ঋ-কার- ৃ

এ-কার- ে

ঐ-কার- ৈ

ও-কার- ো

ঔ-কার- ৌ

২) ব্যঞ্জনবর্ণ : ব্যঞ্জনধ্বনি দ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্নকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলে। যেমন-ক, খ, ঘ, ঙ ইত্যাদি। বাংলা বর্ণমালায় মোট পঞ্চাশটি (৫০) টি বর্ণ রয়েছে। তার মধ্যে স্বরবর্ণ এগারো (১১) টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ উনচল্লিশ (৩৯) টি।

ব্যঞ্জনবর্ণসমূহ

ক	খ	গ	ঘ	ঙ	৫টি
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	৫টি
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	৫টি
ত	থ	দ	ধ	ন	৫টি
প	ফ	ব	ভ	ম	৫টি
য	র	ল			৩টি
শ	ষ	স	হ		৪টি
ড়	ঢ়	য়			৩টি
ৎ	ং	ঃ	ঁ		৪টি
					মোট ৩৯টি

এদের মধ্যে-

অর্ধমাত্রার বর্ণ ৭টি: খ গ ণ থ ধ প শ

মাত্রাহীন বর্ণ ৬টি: ঙ ঞ ৎ ং ঃ ঁ

অবশিষ্ট ২৬টি পূর্ণমাত্রার বর্ণ।

ফলা: স্বরবর্ণ যেমন ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে যুক্ত হলে আকৃতি পরিবর্তন হয় তেমনি কোনো কোনো ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জবর্ণের সাথে যুক্ত হলে আকৃতি পরিবর্তন হয় এবং কখনো কখনো সংক্ষিপ্তও হয়। ব্যঞ্জবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে ফলা বলে। যে ব্যঞ্জনটি যুক্ত হয় তার নাম অনুসারে ফলার নামকরণ হয়।

যেমন-

ম-এ য- ফলা: ম্য

ম-এ র- ফলা: ম্র

ম-এ ল-ফলা: ম্ল

ম-এ ব-ফলা: ম্ব

ফলার রূপ এ রকম-

য ফলা: ব্যাঙ, সহ্য

ব ফলা: শ্বাস, স্বাভাবিক

ম ফলা: পদ্ম, স্মরণ

র ফলা: প্রমাণ, শ্রান্ত

ন ফলা: রত্ন, যত্ন

ল ফলা: ম্লান, ক্লান্ত।

অধিবেশনঃ ৪	ধ্বনি সচেতনতা

শিখনফল

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. ধ্বনি সচেতনতার ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন।

খ. শিখন শেখানো কার্যক্রমে ধ্বনি সচেতনতার ধারণা অনুশীলন করতে পারবেন।

সময়ঃ ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি ও কৌশলঃ আলোচনা, সিমুলেশন, উপস্থাপন

উপকরণঃ আমার বাংলা বই (প্রথম শ্রেণি), সহায়ক তথ্য, পিপিটি স্লাইড, ভিপকার্ড

অংশ-কঃ ধ্বনি সচেতনতা

১. এই অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীদের স্বাগত জানান। ব্যাখ্যা করুন যে, এই অধিবেশনে 'ধ্বনি সচেতনতা'-এর পরিচিতি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

২. প্রশিক্ষণার্থীদের নিচে প্রদত্ত বাক্য দুটি কার্ডে লিখে বোর্ডে সেঁটে দিন এবং পড়ে শোনান।

সে **অন্ন** প্রাণী খেয়ে বাঁচে।
লোকটির **আভাস** অনেক দূরে।

১. দুটি বাক্য শুনে আমরা কী বুঝতে পারলাম তা কয়েকজন প্রশিক্ষণার্থীকে বলতে বলুন।

২. প্রশিক্ষণার্থীদের বলুন যে, এখানে দুটি শব্দ আছে- **অন্ন** ও **আভাস** যাদের উচ্চারণ হচ্ছে অন্ন (অন্য) ও আভাস (আবাস)। সঠিক উচ্চারণ না হওয়ার কারনে এখানে অর্থের ভিন্নতা তৈরি হয়েছে বা বাক্যটি কোন অর্থ বহন করে না।

৩. ধ্বনি সচেতনতা বলতে কী বোঝায় তা আলোচনা করুন। প্রয়োজনে উদাহরণ প্রদান করুন।

- পড়তে শেখার প্রথম উপাদান হলো ধ্বনি সচেতনতা। ধ্বনি সচেতনতা বলতে আওয়াজ/ধ্বনি শুনে চিহ্নিত করতে পারা ও পরিবর্তন করতে পারার সামর্থ্যকে বোঝায়।
- ধ্বনি সচেতনতা পরিকল্পিতভাবে শেখাতে হয়।
- এটা শোনা এবং বলার সাথে সম্পর্কিত।

৪. ধ্বনি সচেতনতার প্রয়োজন কেন তা আলোচনা করুন। প্রশিক্ষণার্থীদের বলুন যে, শিশুদের পড়া নির্ভর করে বিভিন্ন ধ্বনির সমন্বয়ে অর্থবোধক শব্দ উচ্চারণ করতে পারার দক্ষতার ওপর। আবার লেখা ও সঠিক বানান নির্ভর করে একটি শব্দকে ভেঙে এর বর্ণগুলোকে আলাদা করতে পারার দক্ষতার ওপর। তাই পড়তে শেখার জন্য ধ্বনি সচেতনতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৫. প্রশিক্ষণার্থীদের বলুন যে, আমরা ধ্বনি সচেতনতার জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকি। যেমন:

- একইরকম শব্দ বা ধ্বনি অথবা ভিন্ন ভিন্ন শব্দ বা ধ্বনি চিহ্নিত করা (বউ, মউ, পাখি)
- ছন্দ মিল হয় এমন শব্দ শনাক্ত করা (টুটি-ছুটি, পাই-যাই, সকালে-কপালে, পাতা-ছাতা)
- শুরুতে একই উচ্চারণ হয় এমন শব্দ (ইট, ইলিশ, ঈশান, কলম, কলস, কলা, কথা) চিনতে পারা।
- শব্দের মধ্যকার বর্ণের বা শব্দাংশের ধ্বনি শনাক্ত করা, যেমন - ইট শব্দটির মধ্যে দুইটি ধ্বনি আছে- /ই/ /ট/।
- শব্দের আদ্যাক্ষর বা প্রথম ধ্বনি শনাক্ত করা, যেমন কলম, কলা, কলস। এখানে এই ধ্বনি থেকে শব্দের আদ্যাক্ষর 'ক' চিহ্নিত হয়েছে।

৬. এ পর্যায়ে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করুন।

অংশ-খঃ শিখন শেখানো কার্যক্রমে ধ্বনি সচেতনতা

১. প্রশিক্ষণার্থীদের বলুন, যদিও ধ্বনি সচেতনতা তৈরির জন্য অনেক কৌশল আছে। আমরা শ্রেণিকক্ষে ধ্বনি সচেতনতার জন্য প্রধানত তিন ধরনের কাজ চর্চা করব। কাজগুলো হলো-

- ধ্বনি চিহ্নিতকরণ
- ধ্বনির মিলকরণ
- ধ্বনি বিভক্তিকরণ

২. প্রশিক্ষণার্থীদের পিপিটি পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড/ পোস্টারের মাধ্যমে ধ্বনি সচেতনতার তিনটি কাজের উদাহরণসহ ব্যাখ্যা প্রদান করুন।

ধ্বনি চিহ্নিতকরণ (Sound Identification):
শব্দের মধ্যস্থিত প্রতিটি ধ্বনি আলাদা আলাদাভাবে শনাক্ত করতে পারা ও পরিবর্তন করতে পারাই হলো ধ্বনি চিহ্নিতকরণ। শুনে শুনে শব্দের ধ্বনিগুলোকে শনাক্ত করতে পারা শোনার একটি অন্যতম দক্ষতা। শব্দের ধ্বনিগুলোকে সচেতনভাবে উচ্চারণ করতে পারা পড়ার একটি অন্যতম দক্ষতা।
ধ্বনি মিলকরণ (Sound Blending)
ধ্বনি মিলকরণ হচ্ছে বিভিন্ন ধ্বনিকে ধারাবাহিকভাবে উচ্চারণ করে শব্দ তৈরি করতে পারার দক্ষতা।
ধ্বনি বিভক্তিকরণ (Sound Segmenting)
ধ্বনি বিভক্তিকরণ হলো শব্দকে ভেঙে শব্দের মধ্যকার ধ্বনিগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে উচ্চারণ করতে পারার দক্ষতা।

৩. সহায়ক তথ্যের আলোকে ৩টি কাজে শিক্ষকের করণীয় ব্যাখ্যা করুন। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করতে সহায়তা করুন।

৪. প্রশিক্ষণার্থীদের চারটি দলে ভাগ করে দিন। প্রত্যেক দলে প্রথম শ্রেণির বর্ণের একটি করে পাঠ নির্বাচন করে দিন। উক্ত পাঠ থেকে শিখন শেখানো কার্যক্রমে ধ্বনি চিহ্নিতকরণ, ধ্বনি মিলকরণ ও ধ্বনি বিভক্তিকরণের কাজ কীভাবে করতে হবে তা সহায়ক তথ্যে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে বলুন।

৫. দলগত কাজ শেষ হলে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য থেকে দৈবচয়নের মাধ্যমে যে কোনো একটি দলকে উপস্থাপন করতে বলুন।

৬. প্রশিক্ষণার্থীদের কোনো প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিন এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

সহায়ক তথ্য: ৪	ধ্বনি সচেতনতা

অংশ-ক

ধ্বনি চিহ্নিতকরণের গুরুত্ব

- ধ্বনি চিহ্নিতকরণ করার কাজে বিভিন্ন শব্দের প্রথম অথবা মাঝের অথবা শেষের নির্দিষ্ট ধ্বনিটি চিহ্নিত করতে সহায়তা করে। (যেমন শব্দের প্রথম ধ্বনি- লতা, লকেট, লবণ ইত্যাদি, শব্দের মাঝের ধ্বনি- কলম, আলতা, কলস ইত্যাদি এবং শব্দের শেষের ধ্বনি- কল, চল, বল ইত্যাদি)
- বর্ণের ধ্বনি চিহ্নিত করতে সহায়তা করে।
- শিশুরা কোনো বর্ণের ধ্বনি চিনে বা জেনে অপরিচিত শব্দ বানান করে পড়তে পারে।

ধ্বনি চিহ্নিতকরণের কাজ

ধ্বনি চিহ্নিতকরণের কাজটি ৩টি ধাপে করাতে হয়-

ধাপ-১: শিক্ষক প্রথমে কাজটি কীভাবে করতে হয় তা নিজে করে দেখান।

ধাপ-২: শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কাজটি একসঙ্গে চর্চা করেন।

ধাপ-৩: শিক্ষার্থীরা কাজটি নিজে নিজে চর্চা করে।

ধ্বনি মিলকরণ

- ধ্বনি মিলকরণের দক্ষতা শিক্ষার্থীকে মুখে মুখে নতুন শব্দ তৈরি করতে সহায়তা করে। (যেমন- /ক/+/ল/+/ম/ - কলম)
- ধ্বনি মিলকরণের দক্ষতা অপরিচিত শব্দ পড়তে সহায়তা করে ।

ধ্বনির মিলকরণের কাজ

ধ্বনির মিলকরণের চর্চা ৩টি ধাপে করাতে হয়-

ধাপ-১: শিক্ষক প্রথমে কাজটি কীভাবে করতে হয় তা নিজে করে দেখান।

ধাপ-২: শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কাজটি একসঙ্গে চর্চা করেন।

ধাপ-৩: শিক্ষার্থীরা কাজটি নিজে নিজে চর্চা করে।

ধ্বনি বিভক্তিকরণ

- ধ্বনি বিভক্তিকরণ দক্ষতা অপরিচিত শব্দ পড়তে সহায়তা করে। (যেমন- কলম-- /ক/+/ল/+/ম/)

ধ্বনি বিভক্তিকরণের কাজ

শব্দ বা শব্দাংশের ধ্বনি বিভক্তিকরণের চর্চা শ্রেণিকক্ষে আমরা ৩টি ধাপে করাতে হয় --

ধাপ-১: শিক্ষক প্রথমে কাজটি কীভাবে করতে হয় তা নিজে করে দেখান।

ধাপ-২: শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কাজটি একসঙ্গে অনুশীলন করেন।

ধাপ-৩: শিক্ষার্থীরা কাজটি নিজে নিজে অনুশীলন করে।

ধ্বনি চিহ্নিতকরণ শিখন শেখানো প্রক্রিয়া

শিক্ষক	:	তোমরা 'আমার বাংলা বই' ১ম শ্রেণি -এর ২৮ নম্বর পৃষ্ঠা খোল। প্রথম বক্সে কীসের ছবি আছে?
শিক্ষার্থী	:	চক।
শিক্ষক	:	চক শব্দের প্রথম ধ্বনি কী? প্রথম ধ্বনি /চ/। এখন আমরা একটি মজার খেলা খেলব। আমি কিছু শব্দ বলব। যদি তার প্রথম ধ্বনি /চ/ হয়, তাহলে আমি হাত উঠাব। আর যদি /চ/ না হয়, তবে হাত উঠাব না। শব্দটি হচ্ছে চশমা (বলে শিক্ষক হাত উঠাবেন)। এর প্রথম ধ্বনি /চ/। তাই আমি হাত উঠালাম। আরেকটি শব্দ হচ্ছে পাহাড় (এবার শিক্ষক হাত উঠাবেন না)। এর প্রথম ধ্বনি /চ/ না। তাই আমি হাত উঠালাম না।
শিক্ষক ও শিক্ষার্থী	:	এবার আমরা একসঙ্গে করব। আমি কিছু শব্দ বলব। যদি তার প্রথম ধ্বনি /চ/ হয়, তাহলে আমরা হাত উঠাব। আর যদি না হয়, তবে হাত উঠাব না। প্রথম শব্দটি হচ্ছে চশমা। (শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সকলেই হাত উঠাবে)
শিক্ষক:		চমচম শব্দের প্রথম ধ্বনি /চ/। তাই আমরা হাত উঠালাম। আরেকটি শব্দ হচ্ছে কদম। (শিক্ষক ও শিক্ষার্থী হাত উঠাবে না)। কদম এর প্রথম ধ্বনি /চ/ নয়। তাই আমরা হাত উঠালাম না। এবার তোমরা করবে। আমি কিছু শব্দ বলব। যদি তার প্রথম ধ্বনি /চ/ হয়, তাহলে তোমরা হাত উঠাবে। আর যদি না হয়, তবে হাত উঠাবে না। প্রথম শব্দটি হচ্ছে চমচম। (শিক্ষার্থীরা হাত উঠাবে)। আরেকটি শব্দ হচ্ছে সাগর। (শিক্ষার্থীরা হাত উঠাবে না) শিক্ষক একইভাবে চড়ুই, ফল, চতুর শব্দ দিয়ে হাত উঠানোর খেলা খেলাবেন।
শিক্ষক	:	আজ আমরা যে ধ্বনিটি শিখলাম সেটি কী?
শিক্ষার্থী	:	/চ/

ধ্বনির মিলকরণ শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া

শিক্ষক	:	এখন আমরা ধ্বনি মিলিয়ে কীভাবে শব্দ তৈরি করতে হয় তা দেখব। আমি কিছু ধ্বনি বলছি। এগুলো মিলে কীভাবে শব্দ তৈরি হয়, তোমরা শোনো। /চ/ /ক/- চক। (এজন্য শিক্ষক তার ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতে একেকটি ধ্বনির জন্য একেকটি ভাগ দেখাবেন। আর শব্দটি বলার সময় দুইটি ভাগকে একত্রে মেশানোর ভঙ্গি করবেন। এভাবে শিক্ষক ২-৩ বার করবেন)। এবার আমরা একসঙ্গে এই কাজটি করব।
শিক্ষক ও শিক্ষার্থী	:	শিক্ষক ও শিক্ষার্থী: /চ/ /ক/- চক। (শিক্ষক শিক্ষার্থী উভয়েই ধাপ ১-এর মত হাত দিয়ে ধ্বনি মিলকরণের কাজটি করবে।)
শিক্ষক	:	এখন তোমরা এই কাজটি নিজেরা করবে।
শিক্ষার্থী	:	/চ/ /ক/- চক। (শিক্ষক ধাপ ১, ২ ও ৩ অনুসরণ করে চশমা শব্দটির ধ্বনি মিলকরণের কাজ করাবেন।)

ধ্বনি বিভক্তিকরণ শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া

শিক্ষক	:	আমরা আগেই কতগুলো ধ্বনি/শব্দাংশ মিলিয়ে শব্দ তৈরি করতে শিখেছি। আমি আজকেও কিছু ধ্বনি/শব্দাংশ বলছি। এগুলো মিলে কীভাবে শব্দ তৈরি হয়, তোমরা শোন।
শিক্ষক	:	কলম- /ক/ /ল/ /ম/। (এজন্য শিক্ষক তার ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতে একেকটি ধ্বনির জন্য একেকটি ভাগ দেখাবেন। এভাবে শিক্ষক ২-৩ বার করবেন)।
শিক্ষক	:	একইভাবে আমরা **বই** শব্দটিকে বিভক্ত করা শিখব। **বই** শব্দটির মধ্যে কী কী ধ্বনি আছে?
শিক্ষক	:	বই- /ব/ /ই/। এখানে **বই** শব্দটিতে দুটি ধ্বনি আছে। প্রথম ধ্বনিটি /ব/ ও পরের ধ্বনিটি হলো /ই/। (এজন্য শিক্ষক তার ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতে শব্দটি দেখাবেন, তারপর একেকটি ধ্বনির জন্য একেকটি ভাগ দেখাবেন)। এবার আমরা একসঙ্গে এই কাজটি করব।
শিক্ষক ও শিক্ষার্থী	:	বই - /ব/ /ই/। (শিক্ষক শিক্ষার্থী উভয়েই ধাপ-**১** এর মতো হাত দিয়ে শব্দ বিভক্তিকরণের কাজটি করবে।)
শিক্ষক	:	এখন তোমরা এই কাজটি নিজেরা করবে।
শিক্ষার্থী	:	বই- /ব/ /ই/। (শিক্ষক ধাপ **১**, ২ ও ৩ অনুসরণ করে **গরম** শব্দ দিয়ে শব্দের ধ্বনি বিভক্তিকরণের কাজ করবেন।)

অধিবেশনঃ ৫	বর্ণজ্ঞান ও শিখন-শেখানো কৌশল

শিখনফল

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ -

ক. বর্ণজ্ঞানের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

খ. শিখন শেখানো কার্যক্রমে বর্ণজ্ঞানের ধারণা অনুশীলন করতে পারবেন।

সময়ঃ ১.৩০ ঘণ্টা

পদ্ধতি ও কৌশলঃ আলোচনা

উপকরণঃ বাংলা বই (প্রথম শ্রেণি), শিক্ষক সহায়িকা (প্রথম শ্রেণি), পর্যবেক্ষণ ছক, সহায়ক তথ্য, পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড, সাদা কাগজ, কর্মপত্র

অংশ-কঃ বর্ণজ্ঞান

১. প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যাখ্যা করুন যে, এই অধিবেশনে বর্ণজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। সকলকে বলুন যে, আমরা এখন একটি ধাঁধার খেলা খেলব। পিপিটি স্লাইডের মাধ্যমে নিচের সংখ্যাগুলো প্রদর্শন করুন এবং বলুন যে, এখানে সংখ্যা দিয়ে তৈরি একটি বাক্য দেওয়া আছে। বাক্যে কী লেখা আছে তা বলুন।

৪৮৪৮৭ ৬৮২ ১৮৯২

২. প্রশিক্ষণার্থীদের এবার প্রতিটি সংখ্যার বিপরীতে যে বর্ণটি আছে পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডের মাধ্যমে তার পরিচয় প্রদান করুন। এবার আবার বাক্যটি পড়তে বলুন।

১= অ, ২= ছ, ৩= ত, ৪= ন, ৫= ভ, ৬= ম, ৭= র, ৮= া, ৯= ে
নানার মাছ আছে

৩. প্রশিক্ষণার্থীদের জিজ্ঞেস করুন যে, এবার কেন আমরা বাক্যটি পড়তে পারলাম। কয়েকজনকে উত্তর বলতে বলুন।

৪. তাদের বলুন, দ্বিতীয়বার পড়ার আগে প্রতিটি সংখ্যার সঙ্গে বর্ণের পরিচয় করানো হয়েছে বলে আমরা সবাই পড়তে পারছি। এখানে বর্ণের পরিচয় হলো প্রতিটি বর্ণের আকৃতি, আওয়াজ বা ধ্বনি শনাক্ত করা। প্রশিক্ষণার্থীদের বলুন যে, এবার আরেকটি নতুন সংখ্যা দিয়ে তৈরি আরেকটি বাক্য পড়তে হবে।

৬৮৬৮৭ ৫৮৩ ১৮৯২
মামার ভাত আছে।

৫. প্রশিক্ষণার্থীদের বলুন যে, প্রথম শ্রেণির একজন শিক্ষার্থী যখন প্রথম কোনো বর্ণ দেখে পড়তে চায় তখন বর্ণের চিহ্ন বা প্রতীকগুলোর কোনো আওয়াজ বা ধ্বনি না জানার কারণে পড়তে পারে না।

৬. প্রশিক্ষণার্থীদের বলুন যে, বর্ণের সঙ্গে তার আওয়াজ বা ধ্বনির সম্পর্ক বা কোন বর্ণের ধ্বনি কীরকম তা শেখানোই হচ্ছে শিক্ষার্থীদের পড়তে শেখানোর প্রথম কাজ।

৭. **বর্ণজ্ঞান কী?** এ সম্পর্কে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে একটি করে ধারণা বলতে বলুন। ধারণাগুলো পুনরাবৃত্তি পরিহার করে মূল শব্দগুলো বোর্ডে লিখুন।

৮. এবার নিচের তথ্যগুলো পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডে উপস্থাপনের মাধ্যমে বর্ণজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করুন।

- ধ্বনি ও বর্ণের মধ্যকার সম্পর্কই হচ্ছে বর্ণজ্ঞান। যেমন, /ম/ ধ্বনিটি লিখিত আকারে বোঝাতে 'ম' বর্ণটি ব্যবহৃত হয়। আবার /চ/ ধ্বনিটি লিখিত আকারে বোঝাতে 'চ' বর্ণটি ব্যবহৃত হয়।
- বর্ণজ্ঞান শুধুমাত্র বর্ণেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বর্ণের সঙ্গে কার-চিহ্ন মিল করে শব্দাংশ গঠন, শব্দাংশ মিলে শব্দ গঠন এভাবে পুরো গঠন প্রক্রিয়াটিই বর্ণজ্ঞানের অংশ।

৯. এরপর সহায়ক তথ্যের আলোকে বর্ণজ্ঞান কেন প্রয়োজন তা ব্যাখ্যা করুন।

১০. বলুন যে, বর্নজ্ঞান চর্চার জন্য ৬ ধরণের কাজ করানো প্রয়োজন। কাজগুলো হল- বর্ণ চিহ্নিতকরণ, বর্ণ লেখা, বর্ণের সাথে কারচিহ্ন মিলকরণ, বর্ণ বা শব্দাংশ মিলিয়ে শব্দ তৈরি ও পড়া, বাক্য বা ডিকোডেবল অনুচ্ছেদ পঠন, শ্রুতলিখন।

অংশ-খঃ শিখন শেখানো কার্যক্রমে বর্ণজ্ঞানের ধারণা

১. প্রশিক্ষণার্থীদের বলুন, এই অধিবেশনে শিখন শেখানো কাজে বর্ণজ্ঞানের ধারণা অনুশীলন করব।

২. প্রশিক্ষণার্থীদের বর্ণ চিহ্নিতকরণের কাজের তিনটি ধাপ এবং শিক্ষক কীভাবে বর্ণ চিহ্নিতকরণ ও বর্ণ লেখা শেখানোর কাজটি শ্রেণিকক্ষে অনুশীলন করাবেন তা সহায়ক তথ্যের আলোকে উপস্থাপন করুন।

৩. উপস্থাপন শেষে উপস্থাপিত বিষয়ের সঙ্গে এবং পূর্বে বর্ণিত তিনটি ধাপের সঙ্গে মিল করে কী কী কাজ করা হয়েছে তা প্রশ্নোত্তর ও আলোচনার মাধ্যমে সকলের ধারণা স্পষ্ট করুন।

৪. এবার প্রশিক্ষণার্থীদের পূর্বের ৪টি দলে ভাগ করে নিম্নরূপ কাজ বণ্টন করুন। বর্ণজ্ঞানের জন্য পূর্বে আলোচিত কৌশলগুলো বিবেচনায় নিয়ে একটি পাঠের পরিকল্পনা করতে বলুন।

দল	শ্রেণি	বিষয়
১	প্রথম শ্রেণি	বর্ণ শিখি (ক-খ)
২	প্রথম শ্রেণি	আ–কার শিখি
৩	প্রথম শ্রেণি	ই–কার ঈ–কার শিখি
৪	প্রথম শ্রেণি	মাছের রাজা

৫. দলে সংশ্লিষ্ট কর্মপত্র, শিক্ষক সহায়িকা ও প্রথম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করুন এবং প্রতি দলের জন্য ৬ মিনিট সময় নির্ধারণ করুন। ৩টি ধাপে নির্দেশনা অনুসরণ করে চর্চা করতে বলুন।

৬. এবার ক্রমানুসারে প্রত্যেকটি দল থেকে দৈবচয়নে একজনকে সামনে এসে অপরাপর দলের প্রশিক্ষণার্থীদের শিক্ষার্থীর ভূমিকায় রেখে নির্ধারিত কাজের অনুশীলন করতে বলুন। প্রত্যেক দলের উপস্থাপন শেষে সংক্ষিপ্ত আলোচনার সুযোগ দিন।

অংশ-গ: প্রশিক্ষাণার্থীর প্রতিফলন

১. এই অধিবেশন শেষে নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে ধারণা যাচাই করুন।
   ক. বর্ণ চিহ্নিতকরণের প্রক্রিয়া প্রদর্শন করুন।
   খ. কীভাবে শব্দ থেকে বর্ণ আলাদা করবেন তার উদাহরণ দিন।
২. অধিবেশন সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানুন।

সহায়ক তথ্য: ৫	বর্ণজ্ঞান ও শিখন-শেখানো কৌশল

অংশ-ক

বর্ণজ্ঞান প্রয়োজন কেন?

- বর্ণজ্ঞান শিক্ষার্থীকে পড়তে ও লিখতে সহায়তা করে। যখন শিক্ষার্থীরা বর্ণের ধ্বনি এবং ধ্বনির লিখিত রূপ শিখে ফেলে, তখন তারা এই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে অপরিচিত শব্দ পড়তে ও লিখতে পারে।
- শব্দের ধ্বনি চিহ্নিত করার জন্য উক্ত ধ্বনির লিখিত রূপ বা বর্ণ জানা প্রয়োজন। তাই শব্দের প্রতিটি ধ্বনির লিখিত রূপ বা বর্ণ দেখতে কেমন, তা শেখানো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।
- বর্ণজ্ঞান অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যারা শব্দকে ভাঙতে পারে, তারা শব্দকে কীভাবে পড়তে হয় তা দ্রুত আয়ত্ত করতে পারে।
- বর্ণজ্ঞান অনুশীলনে শিক্ষার্থীকে শব্দের অন্তর্গত বর্ণের ধ্বনি মিল করে পড়তে ও লিখতে সহায়তা করে।
- বর্ণজ্ঞান অনুশীলন শিক্ষার্থীর সঠিক বানান করার ক্ষেত্রেও সহায়তা করে।

বর্ণজ্ঞানের কাজঃ

▪ বর্ণ চিহ্নিতকরণ ▪ বর্ণ লেখা ▪ বর্ণ ও কারচিহ্নের মিলকরণ	▪ বর্ণ বা শব্দাংশ মিলিয়ে শব্দ তৈরি ও পড়া ▪ বাক্য বা ডিকোডেবল অনুচ্ছেদ পঠন ▪ শ্রুত লিখন

অংশ-খ

বর্ণ চিহ্নিতকরণ

বর্ণ চিহ্নিতকরণ বলতে বর্ণের লিখিত রূপের সঙ্গে এর ধ্বনির মিলকরণের দক্ষতাকে বোঝায়। বর্ণ চিহ্নিতকরণ অনুশীলনের ফলে নির্দিষ্ট বর্ণের লিখিত রূপ দেখে শিক্ষার্থীরা তা শনাক্ত করতে পারে।

বর্ণ চিহ্নিতকরণ শিখন শেখানো প্রক্রিয়া

'চ' বর্ণ শিখন শেখানো প্রক্রিয়া

ধাপ-১: শিক্ষক

তোমরা 'আমার বাংলা বই'-এর ২৯ নং পৃষ্ঠার প্রথম ছবিটি দেখ।

এটা কীসের ছবি? (শিক্ষক পাশের ছবিটি নির্দেশ করবেন)

শিক্ষার্থী: চশমা। (শিক্ষার্থীরা ছবি দেখে নাম বলবে)

শিক্ষক: চশমা এর প্রথম ধ্বনি কী?

শিক্ষার্থী: চ।

আজ আমরা যে বর্ণটি শিখব, তা হচ্ছে 'চ' (শিক্ষক বর্ণ কার্ডটি দেখাবেন)। এতক্ষণ আমরা যে / চ/ ধ্বনি শিখলাম, তার লিখিত রূপ এরকম। এই বর্ণটি হলো 'চ'।

ধাপ-২: শিক্ষক-শিক্ষার্থী

এবার আমরা একসঙ্গে বর্ণটি বলব (শিক্ষক বর্ণ কার্ডটি দেখাবেন) শিক্ষক ও শিক্ষার্থী: চ।
ধাপ-৩: শিক্ষার্থী
এবার তোমরা এই বর্ণটি বলবে। (শিক্ষক 'চ' বর্ণের কার্ড দেখাবেন।)
শিক্ষার্থী: চ। (কয়েকবার অনুশীলন করবে।)

বর্ণ লেখা (Letter Writing):

পড়া হচ্ছে লিখিত বর্ণ ও শব্দকে ধ্বনিতে রূপান্তর করা এবং লেখা হচ্ছে ধ্বনিকে বর্ণ ও শব্দে পরিবর্তন করা। লেখা শিক্ষার্থীর শিখন স্থায়ী হতে সহায়তা করে এবং বার বার লেখার ফলে শিক্ষার্থী বর্ণটি সঠিক আকৃতিতে সুন্দরভাবে লিখতে শিখে।

বর্ণ লেখা শেখানোর শিখন শেখানো প্রক্রিয়া:

শ্রেণিকক্ষে বর্ণ লেখা শেখানোর কাজটি ৩ ধাপে করা হয়:
ধাপ-১: শিক্ষক
এখন আমি তোমাদের 'চ' বর্ণ কীভাবে লিখতে হয় তা দেখাব। (শিক্ষক চ বর্ণ লেখার সঠিক প্রবাহ অনুসরণ করে বোর্ডে বর্ণটি লিখবেন। লেখার সময় তিনি মুখে মুখে বর্ণ লেখার প্রবাহ ও বর্ণের ধ্বনিটি উচ্চারণ করে লিখবেন)।
এই হচ্ছে **চ**
ধাপ-২: শিক্ষক-শিক্ষার্থী
এবার আমরা একসঙ্গে 'চ' বর্ণটি লেখার চর্চা করব। তোমরা তোমাদের পাঠ্যবইয়ের/ওয়ার্কবুকের **চ** লেখা পৃষ্ঠাটি বের কর। এখানে **চ** বর্ণটি লেখা আছে। পাশে **চ** বর্ণ লেখার প্রবাহ দেওয়া আছে। আমি বোর্ডে আবার প্রবাহ অনুসরণ করে বর্ণটি লেখা দেখাব। তোমরাও আমার সঙ্গে প্রবাহযুক্ত বর্ণটির ওপর লিখবে এবং বর্ণটির উচ্চারণ বলবে।
ধাপ-৩: শিক্ষার্থী
এবার তোমরা তোমাদের খাতায় 'চ' বর্ণটি ৫ বার লেখ। লেখার সময় বর্ণটি মুখে মুখে বলবে। (শিক্ষক ৪-৫ জন শিক্ষার্থীর লেখা দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।

বর্ণ ও কারচিহ্নের মিলকরণ (CV Blending)

বর্ণের সঙ্গে কারচিহ্নের মিলকরণ কাজে বর্ণ ও কারচিহ্ন মিলিয়ে যে শব্দাংশ তৈরি হয় তা পড়ার চর্চা করা হয়, যা শিক্ষার্থীকে শব্দ তৈরি করতে সহায়তা করে। বর্ণের সঙ্গে কারচিহ্নের মিলকরণের এই চর্চা শিক্ষার্থীকে অজানা শব্দ পড়তে সহায়তা করে। বর্ণ ও কারচিহ্নের মিলকরণের কাজটি তিন ধাপে করা হয়।

অ আ ই ঈ
উ ঊ ঋ এ
ঐ ও ঔ
ক খ গ ঘ
ঙ চ ছ জ
ঝ ঞ ট ঠ

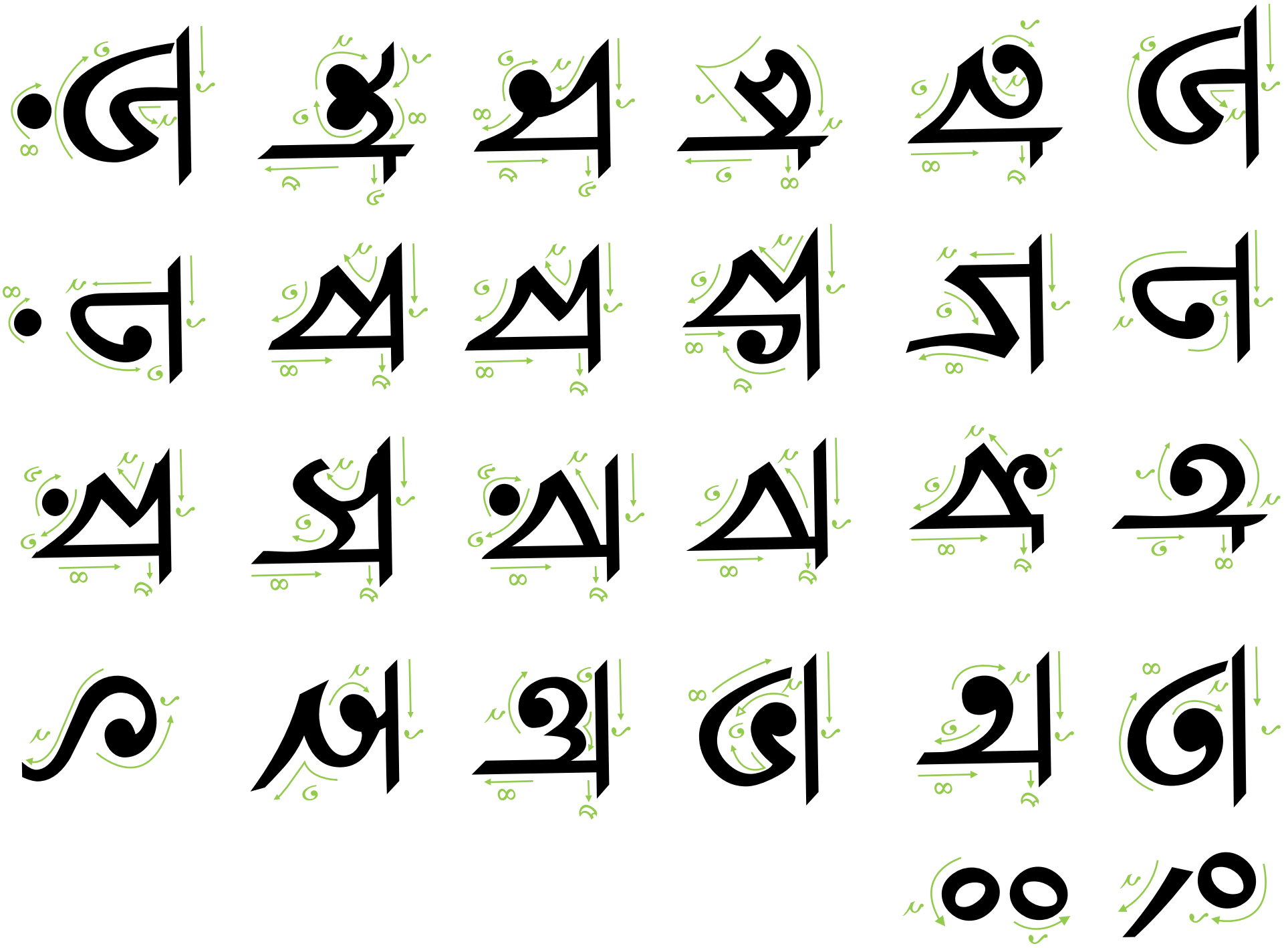

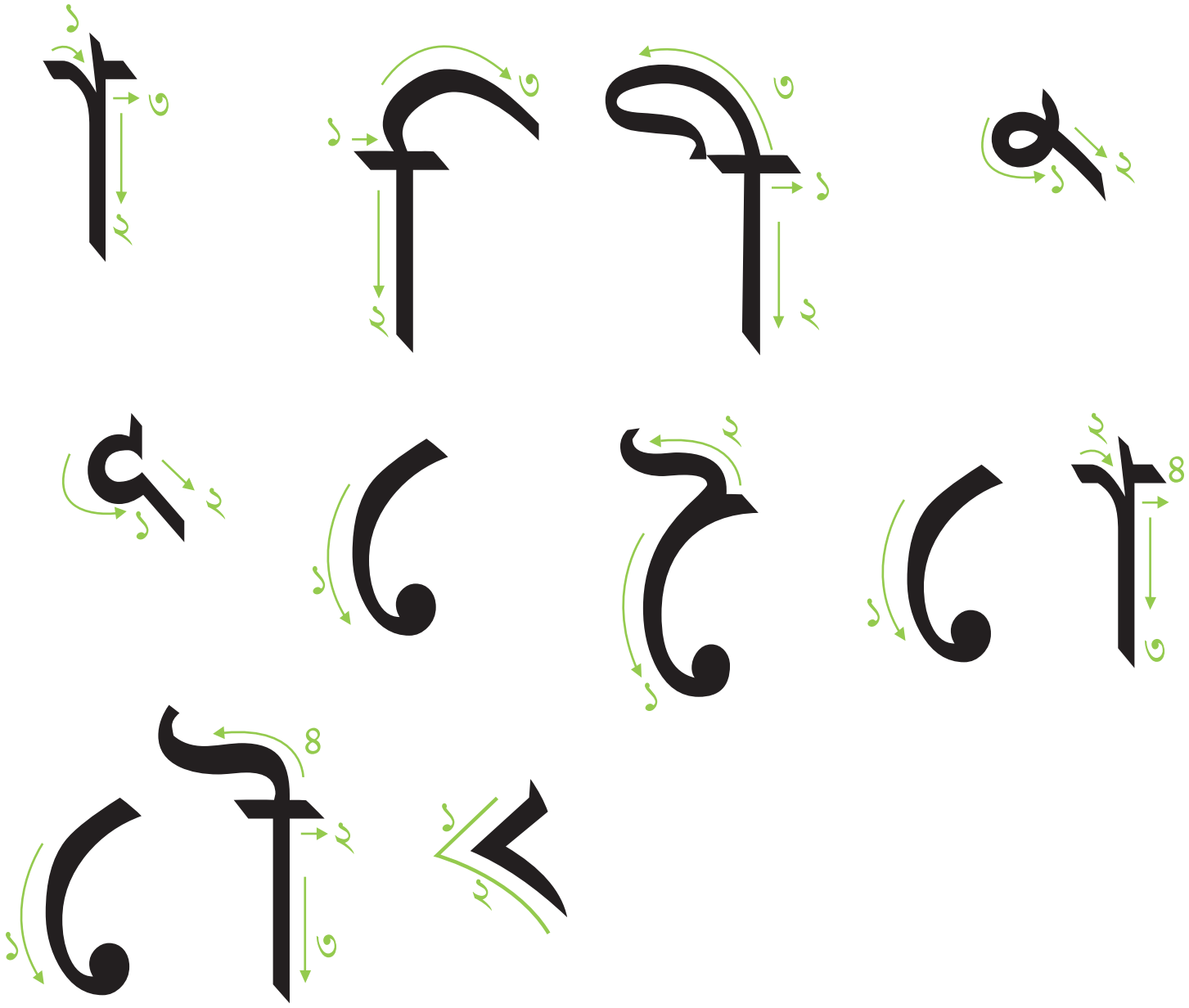

বর্ণ ও কার-চিহ্ন মিলকরণ শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াঃ

ধাপ-১: শিক্ষক

শিক্ষক নিম্নের ছকের মতো করে একটি ছক বোর্ডে আঁকবেন।

০	ক	খ	গ	ঘ	চ	ছ	জ	ঝ
া	কা	খা	গা	ঘা	চা	ছা	জা	ঝা
ি	কি	খি	গি	ঘি	চি	ছি	জি	ঝি
ী	কী	খী	গী	গী	চী	ছী	জী	ঝী
ু	কু	খু	গু	ঘু	চু	ছু	জু	ঝু
ে	কে	খে	গে	ঘে	চে	ছে	জে	ঝে

প্রথমে শিক্ষক কারচিহ্নটি বর্ণের কোথায় বসে তা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন।
শিক্ষক: এখন আমরা দেখব বর্ণের সঙ্গে কারচিহ্ন মিলিয়ে কীভাবে পড়তে হয় - (শিক্ষক বোর্ডে আঁকা ছক থেকে 'ক' এবং আ-কার মিলিয়ে পড়বেন এবং নির্দিষ্ট ঘরে লিখবেন। পড়ার সময় বর্ণ ও কার-চিহ্নের ওপর আঙুল দিয়ে নির্দেশ করবেন এবং দ্রুত পড়বেন।) শিক্ষক: ক া - কা
ধাপ-২: শিক্ষক
এবার আমরা একসঙ্গে পড়ব। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী: ক া - কা
ধাপ-৩: শিক্ষক-শিক্ষার্থী
এবার তোমরা পড়বে। শিক্ষার্থী: ক া - কা। এরপর শিক্ষক ধাপ ২ ও ৩ অনুসরণ করে বোর্ডে আঁকা ছক থেকে 'ক' এবং 'ি' (ই-কার) মিলিয়ে পড়াবেন। (সবশেষে, শিক্ষক বারাক্ষরিক চার্ট থেকে পূর্বে শেখা বর্ণ ও কারচিহ্ন মিলিয়ে পড়াবেন।)

বর্ণ বা শব্দাংশ মিলিয়ে শব্দ তৈরি

শব্দ পড়া হচ্ছে বর্ণ বা শব্দাংশ মিলিয়ে শব্দ তৈরি করতে পারা। প্রতিটি শব্দের মধ্যে এক বা একাধিক বর্ণ বা শব্দাংশ থাকে। আমরা যখন শব্দ পড়ি তখন এসকল বর্ণ বা শব্দাংশ মিলিয়ে একসঙ্গে উচ্চারণ করে পড়ি। বর্ণ বা শব্দাংশ মিলিয়ে পড়ার দক্ষতা শিক্ষার্থীকে অজানা শব্দ পড়তে সহায়তা করে। বর্ণ/শব্দাংশ মিলিয়ে শব্দ তৈরির এ কাজটি তিন ধাপে করা হয়।

বর্ণ বা শব্দাংশ মিলিয়ে শব্দ তৈরি ও পড়ার শিখন শেখানো প্রক্রিয়া

ধাপ-১: শিক্ষক
এবার আমরা বর্ণ ও শব্দাংশ মিলিয়ে পড়ব। (শিক্ষক বোর্ডে আ ট=আট লিখবেন এবং শব্দের নিচে আঙুল রেখে পড়বেন) শিক্ষক: আমি পড়ছি তোমরা দেখ, আট (শিক্ষক আঙুল নির্দেশ করে শব্দের অংশ উচ্চারণ করবেন ও শেষে শব্দটি উচ্চারণ করবেন)
ধাপ-২: শিক্ষক-শিক্ষার্থী

শিক্ষক: এবার আমরা একসঙ্গে কাজটি করব। মনে রাখবে, আমি যে অংশে আঙুল নির্দেশ করব তোমরা সেই অংশটুকু উচ্চারণ করবে এবং শেষে শব্দটি উচ্চারণ করবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী: আট

ধাপ-৩: শিক্ষার্থী

এখন তোমরা এই কাজটি নিজেরা করবে। শিক্ষক: আমি আঙুলে নির্দেশ করব তোমরা বলবে। শিক্ষার্থী: আট

(এখন শিক্ষক একইভাবে অনুরূপ শব্দগুলো বোর্ডে লিখে ধাপ-২ ও ৩ অনুসরণ করে পড়াবেন।)

শ্রুতলিখন

কোনো কিছু শুনে লেখাকে শ্রুতলিখন বলে। শ্রুতিলিখনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ধ্বনির সঙ্গে নির্দিষ্ট বর্ণের লিখিত রূপ প্রকাশ করার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। শ্রুতলিখনের অনুশীলন শিক্ষার্থীদের সঠিক বানান শিখতে সহায়তা করে। শ্রুতলিখন শিখন শেখানো কাজটি ২ ধাপে করা হয়।

ধাপ-১: শিক্ষক কাজটি আগে নিজে করে দেখান।

ধাপ-২: শিক্ষক মুখে বর্ণ বা শব্দাংশ বা শব্দ বলবেন শিক্ষার্থীরা শুনে নিজে নিজে খাতায় বর্ণ বা শব্দাংশ বা শব্দ লিখবে।

শুনি ও লিখি শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া

ধাপ-১: শিক্ষক

এবার আমরা শুনে শুনে লেখার কাজ করব। আমি একটি করে দেখাচ্ছি। প্রথমে লিখব ট। (শিক্ষক মুখে ট বলবেন এবং বোর্ডে ট লিখবেন)।

ধাপ-২: শিক্ষক-শিক্ষার্থী

এখন আমি আরো কিছু বর্ণ, চিহ্ন ও শব্দ বলব। তোমরা তোমাদের খাতায় লিখবে। (শিক্ষক ধীরে ধীরে একটি একটি করে বর্ণ, চিহ্ন ও শব্দ বলবেন এবং শিক্ষার্থীরা তাদের খাতায় লিখবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের লেখা দেখবেন, প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। বর্ণ, চিহ্ন ও শব্দগুলো হলো- ট, ঘৃ, টাকা।

ডিকোডেবল অনুচ্ছেদ পঠন

শিক্ষার্থীদের জানা বর্ণ দিয়ে তৈরি শব্দ যোগে গঠিত অনুচ্ছেদকে ডিকোডেবল টেক্সট বলা হয়। এই অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত শব্দের সকল বর্ণ শিক্ষার্থীরা আগেই শিখে থাকে। তাই অনুচ্ছেদের সকল শব্দই শিক্ষার্থীরা পড়তে সক্ষম হয়। যেমন শিক্ষক যদি ক থেকে ঞ এবং আ-কার (া) চিহ্ন শেখান তাহলে ডিকোডেবল শব্দ হবে কাকা, খাই, আখ। আবার বাক্য হবে - এই কাকা। আখ খাই।

শিক্ষার্থীরা নিজে নিজে ডিকোডেবল অনুচ্ছেদ পড়ার অনুশীলন করে বিধায় তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়, যা তাকে স্বাধীন পাঠক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করে। বাক্য বা অনুচ্ছেদ পড়ার কাজটি দুই ধাপে করা হয়।

ধাপ-১: যেহেতু বাক্য বা অনুচ্ছেদটির সকল বর্ণ বা কার-চিহ্ন শিক্ষার্থীর আগে থেকে শেখা তাই প্রথমে শিক্ষার্থীরা নিজেরা অনুচ্ছেদটি পড়ার অনুশীলন করে।

ধাপ-২: এরপর অনুচ্ছেদটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থী একসঙ্গে পড়ে অর্থাৎ প্রথমে শিক্ষক পড়ে এবং শিক্ষার্থীরাও

শিক্ষকের সঙ্গে পড়ে।

বাক্য বা অনুচ্ছেদ পঠনের শিখন-শেখানো কৌশল

ধাপ-১: শিক্ষার্থী

শিক্ষক: তোমরা ওয়ার্কবুক বা বোর্ডে দেওয়া অনুচ্ছেদটি আঙুলে নির্দেশ করে পড়। (শিক্ষক নির্দিষ্ট ৪/৫ জন শিক্ষার্থীর পড়া শুনবেন, প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।)

ধাপ-২: শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী

শিক্ষক: এবার আমরা সবাই একসঙ্গে অনুচ্ছেদটি পড়ব। পড়ার সময় তোমরা ওয়ার্কবুক বা বোর্ডে লেখা অনুচ্ছেদটি অনুসরণ করবে। (শিক্ষক প্রথমে পড়বেন এবং তারপর সকল শিক্ষার্থী পড়বে।)

অধিবেশন: ৬	যুক্তবর্ণ শিখন-শেখানো কৌশল

শিখনফল :

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ

ক. যুক্তবর্ণের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

খ. বাংলা যুক্তবর্ণের প্রকৃতি ও গঠন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

গ. শিখন-শেখানো কার্যক্রমে যুক্তবর্ণের ধারণা প্রয়োগ করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি ও কৌশল : দলগত কাজ, আলোচনা।

উপকরণ: বাংলা বই (দ্বিতীয় শ্রেণি), শিক্ষক সহায়িকা (দ্বিতীয় শ্রেণি), পর্যবেক্ষণ ছক, সহায়ক তথ্য, পিপিটি স্লাইড, সাদা কাগজ, কর্মপত্র।

কাজ – ক : যুক্তবর্ণ

- অংশগ্রহণকারীগণের ব্যাখ্যা করুন যে, এই অধিবেশনে যুক্তবর্ণ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। সকলকে বলুন যে, দুই বা ততোধিক ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝখানে কোনো স্বরধ্বনি না থাকলে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে একত্রে লেখা হয়।
- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন যে, প্রথম শ্রেণিতে শিক্ষার্থীরা সকল বর্ণ ও কারচিহ্ন শিখে থাকে। আমরা সকলেই জানি যে, প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে একটি স্বরধ্বনি বিদ্যমান থাকে। কিন্তু যখন দুটি ব্যঞ্জনবর্ণ একত্র হয়ে যখন একটি যুক্তবর্ণ তৈরি হয় তখন বর্ণের আকৃতি পরিবর্তন হয়।
- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন যে, 'ঘণ্টা' শব্দটির মধ্যে 'ণ্ট' যুক্তবর্ণটি 'ণ' ও 'ট' মিলে হয়েছে। এখানে 'ণ' বর্ণটির আকৃতি সংক্ষিপ্ত হয়েছে।
- যুক্তব্যঞ্জন কয়েক ধরনের হতে পারে। যেমন- ক) দ্বিত্বব্যঞ্জন খ) সাধারণ যুক্তব্যঞ্জন।
- এবার নিচের পিপিটি স্লাইড উপস্থাপনের মাধ্যমে যুক্তব্যঞ্জনের ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

ক) দ্বিত্বব্যঞ্জন: একই ব্যঞ্জন পর পর দুবার ব্যবহৃত হলে তাকে দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বলে। যেমন- উচ্চ (চ+চ), বিপন্ন (ন+ন), সম্মান (ম+ম) ইত্যাদি।
খ) সাধারণ যুক্তব্যঞ্জন: দ্বিত্বব্যঞ্জন ছাড়া সব ব্যঞ্জন সংযোগকে সাধারণ যুক্তব্যঞ্জন বলে। যেমন- লক্ষ (ক+ষ), বন্ধ (ন+ধ), রক্ত (ক+ত) ইত্যাদি।

খ.১) কয়টি ব্যঞ্জন যুক্ত হয়ে যুক্তব্যঞ্জন গঠিত হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে যুক্তব্যঞ্জনকে ভাগ করা হয়।

যেমন-

দুটি ব্যঞ্জনের সংযোগ : ক+ত = ক্ত : রক্ত

তিনটি ব্যঞ্জনের সংযোগ : জ+জ+ব = জ্জ্ব : উজ্জ্বল

চারটি ব্যঞ্জনের সংযোগ : ন+ত+র-ফলা(্র)+য-ফলা(্য) = ন্ত্র্য : স্বাতন্ত্র্য

১) প্রশিক্ষণার্থীদের চারটি দলে ভাগ করুন। পোস্টার পেপারে নির্বাচিত যুক্তবর্ণগুলোকে ভেঙে দেখিয়ে **দুটি করে শব্দ তৈরি** করতে বলুন।

দল	কাজ
১.	ঞ্জ ট্ট ত্ত থ্থ
২.	ত্র ল্ক দ্ধ হ্ন
৩.	ন্ধ ভ্র ক্ষ ম্ম
৪.	ষ্ণ স্থ ঙ্ক জ্জ্ব
৫.	জ্ঞ ক্ত ল্প শ্র

ক) প্রত্যেক দলকে তাদের দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। এক দল যখন উপস্থাপন করবে তখন অন্য দলগুলোকে মনোযোগসহকারে দেখতে ও শুনতে বলুন।

খ) দলীয় উপস্থাপনা শেষে তথ্যপত্রের সহায়তায় বিভিন্ন যুক্ত বর্ণসমূহ পিপিটির সহায়তায় উপস্থাপন করুন। প্রয়োজনে বোর্ড ব্যবহার করে যুক্তবর্ণগুলো ভেঙে ভেঙে দেখান। প্রশিক্ষণার্থীদের বলুন তাদের দলীয় কাজে যেসব যুক্তবর্ণের ব্যবহার হয়েছে তার বাইরে আপনার উপস্থাপনায় নতুন নতুন যুক্তবর্ণ ব্যবহার হয়েছে কী না?

২) যুক্তব্যঞ্জন বিশ্লেষণঃ

এ পর্যায়ে আপনি বোর্ড বা পিটিটি ব্যবহার করে নিম্নোক্ত যুক্তব্যঞ্জনগুলো বিশ্লেষণ করে দেখান-

যুক্তব্যঞ্জন বর্ণকে বিশ্লেষণ করাই যুক্তব্যঞ্জন বিশ্লেষণ । নিম্নে কতকগুলো যুক্তব্যঞ্জনকে বিশ্লেষণ করা হলো-

ক্ত = ক+ত : শক্ত, রক্ত	ল্প = প+স : লিপ্সা,অভীপ্সা
ক্র = ক+র : বক্র, শক্র	দ্ধ = ব+দ : শব্দ,জব্দ
ক্স = ক+স : বাক্স, কক্স	ভ্র = ভ+র : ভ্রমণ, ভ্রমর
ক্ষ = ক+ষ : বক্ষ, দক্ষ	ভ্রূ = ভ+র+ঊ : ভ্রূকুটি
ক্ষ্ম = ঙ+ক+ষ : আকাঙ্ক্ষা	ল্ক = ল+ক : উল্কা,বল্কল
	ল্গ = ল+গ : ফাগুন

ঙ্ক = ঙ+ক : অঙ্ক, কঙ্কাল	ল্ট = ল+ট : উল্টা
ঙ্খ = ঙ+খ : শঙ্খ, পঙ্খী	স্ত = স+ত : সস্তা, প্রশস্ত
ঙ্গ = ঙ+গ : অঙ্গ, বঙ্গ	স্থ = স+থ : অসুস্থ, স্বাস্থ্য
ঙ্ঘ = ঙ+ঘ : সঙ্ঘ, লঙ্ঘন	স্ক = স+ক : স্কুল,স্কন্ধ
চ্ছ = চ+ছ : উচ্ছল, উচ্ছেদ	স্খ = স+খ : স্খলন
চ্ছ্ব = চ+ছ+ব : উচ্ছ্বাস, উচ্ছ্বসিত	স্ট = স+ট : স্টেশন, আগস্ট
জ্জ্ব = জ+জ+ব : উজ্জ্বল, উজ্জ্বলতা	স্ত = স+ত : অস্ত, সস্তা
জ্ঝ = জ+ঝ : কুজ্ঝটিকা	শ্ব = শ+ঊ : অশ্ব, শ্রুতি
জ্ঞ = জ+ঞ : জ্ঞান, সংজ্ঞা	শ্রু = শ+র+উ : অশ্রু,শ্রুতি
ঞ্চ = ঞ+চ : বঞ্চনা, মঞ্চ	শ্র = শ+র+ঊ : শুশ্রূষা
ঞ্ছ = ঞ+ছ : বাঞ্ছনীয়, লাঞ্ছনা	ষ্ম = ষ+ম : গ্রীষ্ম, ভষ্ম
ঞ্জ = ঞ+জ : গঞ্জনা, ভঞ্জন	ষ্ণ = ষ+ণ : উষ্ণ, তৃষ্ণা
ঞ্ঝ = ঞ+ঝ : ঝঞ্ঝা, ঝঞ্ঝাট	ষ্ক = ষ+ক : শুষ্ক,পরিষ্কার
ট্ট = ট+ট : অট্টালিকা, চট্টগ্রাম	হ্ন = হ+ন : বহ্নি, সায়াহ্ন
ণ্ড = ণ+ড : কাণ্ড, গণ্ড	হ্ণ = হ+ণ : অপরাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ
ত্ত = ত+ত : মত্ত, বিত্ত	
ত্র = ত+র : পত্র, সূত্র	
ক্র = ত+র+উ : ক্রটি, শত্রু	
থ্থ = ত+থ : উত্থান, উত্থিত	
দ্ধ = দ+ধ : যুদ্ধ, বদ্ধ	
ন্ধ = ন+ধ : অন্ধ, বন্ধ	
ন্দ = ন+দ : আনন্দ, বন্দী	
ন্ম = ন+ম : জন্ম, আজন্ম	
প্ত = প+ত : রপ্ত, লিপ্ত	

কাজ – খ : যুক্তবর্ণ শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া

যুক্তবর্ণ শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া

'ণ্ট' যুক্তবর্ণ শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া

নির্দিষ্ট যুক্তবর্ণ যুক্ত একটি শব্দ শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন এবং শব্দটি মুখে মুখে বলবেন। শিক্ষক বলবেন, আজ আমরা যে যুক্তবর্ণটি শিখব, তা হচ্ছে 'ণ্ট'। (শিক্ষক ণ্ট যুক্তবর্ণ কার্ডটি দেখাবেন) এবার বলবেন, 'ণ্ট' যুক্তবর্ণটি 'ণ' ও 'ট' মিলে হয়।

যুক্তবর্ণ চিনি

ধাপ-১: শিক্ষক

শিক্ষক বোর্ডে একটি ঘরে 'ণ্ট' লিখে পাশে 'ণ+ট' এভাবে ভেঙে দেখাবেন। এবার শিক্ষক 'ণ্ট' যুক্তবর্ণটি দিয়ে উদাহরণ দিবেন (যেমন বণ্টন,ঘণ্টা)।

ধাপ-২: শিক্ষক-শিক্ষার্থী

শিক্ষক 'ণ্ট' যুক্তবর্ণটি কার্ড দেখে শিক্ষকের সাথে বলতে বলবেন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা একসাথে বলবে 'ণ্ট'। শিক্ষক এবার জানতে চাইবেন, এই যুক্তবর্ণটি কোন কোন বর্ণ মিলে হয়েছে? শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা একসাথে বলবে 'ণ' ও 'ট' মিলে হয়েছে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একসাথে কয়েকবার যুক্তবর্ণটি বলার চর্চা করাবেন। এবার শিক্ষক 'ণ্ট' যুক্তবর্ণটি দিয়ে উদাহরণগুলো (যেমন বণ্টন,ঘণ্টা) শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে একসাথে উচ্চারণ করবেন (বণ্টন, ণ্ট - ণ ট)।

ধাপ-৩: শিক্ষার্থী

শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীর কাছে জানতে চাইবেন, আজকে শেখা যুক্তবর্ণ কোনটি? শিক্ষার্থীরা বলবে, ' ণ্ট ' । শিক্ষক জানতে চাইবেন, কোন কোন বর্ণ মিলে এই যুক্তবর্ণটি হয়েছে? শিক্ষার্থীরা বলবে, 'ণ' এর সাথে 'ট' মিলে (শিক্ষক ৩/৪ জন শিক্ষার্থীর কাছে জানতে চাইবেন)। শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে ' ণ্ট ' যুক্তবর্ণটি দিয়ে উদাহরণ হিসেবে দুটি শব্দ (বণ্টন, ঘণ্টা) উচ্চারণ করে দেখাতে বলবেন।

যুক্তবর্ণ লিখি:

আমি করি: শিক্ষক বলবেন, এখন আমরা ' ণ্ট ' যুক্তবর্ণটি লেখা শিখব। শিক্ষক প্রথমে বোর্ডে যুক্তবর্ণটি সঠিক প্রবাহ অনুসরণ করে লিখে দেখাবেন।

আমরা করি: শিক্ষক এবার বোর্ডে ' ণ্ট ' যুক্তবর্ণটির উপর হাত ঘুরাবেন আর শিক্ষার্থীদের খাতায় যুক্তবর্ণটি মিলিয়ে লিখতে বলবেন।

তুমি কর: শিক্ষার্থীরা এবার খাতায় যুক্তবর্ণটি ৫ বার যুক্তবর্ণটি লিখতে বলবেন।

একের অধিক যুক্তবর্ণ থাকলে শিক্ষক একই পদ্ধতি অনুসরণ করে শিখাবেন।

যুক্তবর্ণযুক্ত অনুচ্ছেদ পড়ি:

তুমি কর: শিক্ষক এমন একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করবেন যেখানে ণ্ট – যুক্তবর্ণ সংবলিত শব্দ থাকে। এবার অনুচ্ছেদটি বোর্ডে/ পোস্টারে ঝুলিয়ে/ লিখে দিয়ে সকল শিক্ষার্থীকে নীরবে পড়তে বলবেন এবং এ অনুচ্ছেদের যে সকল যুক্তবর্ণ আছে তা শনাক্ত করে বানান করে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা করবেন।

আমরা করি: এরপর শিক্ষক ও শিক্ষার্থী একসাথে বোর্ডে বা পোস্টারে লেখা অনুচ্ছেদটি পড়বেন।

সহায়ক তথ্য: ৬	যুক্তবর্ণ শিখন-শেখানো কৌশল

যুক্তবর্ণ

দুই বা ততোধিক ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝখানে কোনো স্বরধ্বনি না থাকলে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে একত্রে লেখা হয়।

- প্রথম শ্রেণিতে শিক্ষার্থীরা সকল বর্ণ ও কারচিহ্ন শিখে থাকে। প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে একটি স্বরধ্বনি বিদ্যমান থাকে। কিন্তু যখন দুটি ব্যঞ্জনবর্ণ একত্র হয়ে যখন একটি যুক্তবর্ণ তৈরি হয় তখন বর্ণের আকৃতি পরিবর্তন হয়। যেমন 'ঘণ্টা' শব্দটির মধ্যে 'ণ্ট' যুক্তবর্ণটি 'ণ' ও 'ট' মিলে হয়েছে। এখানে 'ণ' বর্ণটির আকৃতি পরিবর্তন হয়েছে।
- যুক্তব্যঞ্জন কয়েক ধরনের হতে পারে। যেমন- ক) দ্বিত্বব্যঞ্জন খ) সাধারণ যুক্তব্যঞ্জন।

ক) দ্বিত্বব্যঞ্জন: একই ব্যঞ্জন পর পর দুবার ব্যবহৃত হলে তাকে দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বলে। যেমন-উচ্চ (চ+চ), বিপন্ন (ন+ন), সম্মান (ম+ম) ইত্যাদি।

খ) সাধারণ যুক্তব্যঞ্জন: দ্বিত্বব্যঞ্জন ছাড়া সব ব্যঞ্জন সংযোগকে সাধারণ যুক্তব্যঞ্জন বলে। যেমন- লক্ষ (ক+ষ), বন্ধ (ন+ধ), রক্ত (ক+ত) ইত্যাদি।

কয়টি ব্যঞ্জন যুক্ত হয়ে যুক্তব্যঞ্জন গঠিত হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে যুক্তব্যঞ্জনকে ভাগ করা হয়।

যেমন-

দুটি ব্যঞ্জনের সংযোগ : ক+ত = ক্ত : রক্ত

তিনটি ব্যঞ্জনের সংযোগ : জ+জ+ব = জ্জ্ব : উজ্জ্বল

চারটি ব্যঞ্জনের সংযোগ : ন+ত+র-ফলা(্র)+য-ফলা(্য) = ন্ত্র্য : স্বাতন্ত্র্য

বহুল ব্যবহৃত যুক্তবর্ণসমূহ:

ক্ত	=	ক+ত	: শক্ত, রক্ত	ল্প	= প+স : লিপ্সা,অভীপ্সা
ক্র	=	ক+র	: বক্র,শক্র	ব্দ	= ব+দ : শব্দ,জব্দ
ক্স	=	ক+স	: বাক্স, কক্স	ভ্র	= ভ+র : ভ্রমণ, ভ্রমর
ক্ষ	=	ক+ষ	: বক্ষ, দক্ষ	ভ্রূ	= ভ+র+ঊ : ভ্রূকুটি
ক্ষ্ণ	=	ঙ+ক+ষ	: আকাঙ্ক্ষা	ল্ক	= ল+ক : উল্কা,বল্কল
ঙ্ক	=	ঙ+ক	: অঙ্ক, কঙ্কাল	ল্গ	= ল+গ : ফালগুন
ঙ্খ	=	ঙ+খ	: শঙ্খ, পঙ্খী	ল্ট	= ল+ট : উল্টা
ঙ্গ	=	ঙ+গ	: অঙ্গ, বঙ্গ	স্ত	= স+ত : সস্তা, প্রশস্ত
ঙ্ঘ	=	ঙ+ঘ	: সঙ্ঘ, লঙ্ঘন	স্থ	= স+থ : অসুস্থ, স্বাস্থ্য
চ্ছ	=	চ+ছ	: উচ্ছল, উচ্ছেদ	স্ক	= স+ক : স্কুল,স্কন্ধ
চ্ছ্ব	=	চ+ছ+ব	: উচ্ছ্বাস, উচ্ছ্বসিত	স্খ	= স+খ : স্খলন
জ্জ্ব	=	জ+জ+ব	: উজ্জ্বল, উজ্জ্বলতা	স্ট	= স+ট : স্টেশন, আগস্ট
জ্ঝ	=	জ+ঝ	: কুজ্ঝটিকা	স্ত	= স+ত : অস্ত সস্তা
ঞ্জ	=	ঞ+জ	: জ্ঞান, সংজ্ঞা	শ্রু	= শ+র+উ : অশ্রু,শ্রুতি
ঞ্চ	=	ঞ+চ	: বঞ্চনা, মঞ্চ	শ্রূ	= শ+র+ঊ : শুশ্রূষা
ঞ্ছ	=	ঞ+ছ	: বাঞ্ছনীয়, লাঞ্ছনা	ষ্ম	= ষ+ম : গ্রীষ্ম, ভষ্ম
				ষ্ণ	= ষ+ণ : উষ্ণ, তৃষ্ণা
				ষ্ক	= ষ+ক : শুষ্ক,পরিষ্কার
				হ্ন	= হ+ন : বহ্নি, সায়াহ্ন

ঞ্জ = ঞ+জ : গঞ্জনা, ভঞ্জন ঞ্ঝ = ঞ+ঝ : ঝঞ্ঝা, ঝঞ্ঝাট ট্ট = ট+ট : অট্টালিকা, চট্টগ্রাম ণ্ড = ণ+ড : কাণ্ড, গণ্ড ত্ত = ত+ত : মত্ত, বিত্ত ত্র = ত+র : পত্র, সূত্র ক্র = ত+র+উ : ক্রটি, শক্র থ্থ = ত+থ : উত্থান, উত্থিত দ্ধ = দ+ধ : যুদ্ধ, বদ্ধ ন্ধ = ন+ধ : অন্ধ, বন্ধ ন্দ = ন+দ : আনন্দ, বন্দী ন্ম = ন+ম : জন্ম, আজন্ম প্ত = প+ত : রপ্ত, লিপ্ত	হ্ণ = হ+ণ : অপরাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ

যুক্তবর্ণ শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া

'ণ্ট' যুক্তবর্ণ শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া

নির্দিষ্ট যুক্তবর্ণ যুক্ত একটি শব্দ শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন এবং শব্দটি মুখে মুখে বলবেন। শিক্ষক বলবেন, আজ আমরা যে যুক্তবর্ণটি শিখব, তা হচ্ছে 'ণ্ট'। (শিক্ষক ণ্ট যুক্তবর্ণ কার্ডটি দেখাবেন) এবার বলবেন, 'ণ্ট' যুক্তবর্ণটি 'ণ' ও 'ট' মিলে হয়।

যুক্তবর্ণ চিনি

ধাপ-১: শিক্ষক

শিক্ষক বোর্ডে একটি ঘরে 'ণ্ট' লিখে পাশে 'ণ+ট' এভাবে ভেঙে দেখাবেন। এবার শিক্ষক 'ণ্ট' যুক্তবর্ণটি দিয়ে উদাহরণ দিবেন (যেমন বণ্টন,ঘণ্টা)।

ধাপ-২: শিক্ষক-শিক্ষার্থী

শিক্ষক 'ণ্ট' যুক্তবর্ণটি কার্ড দেখে শিক্ষকের সাথে বলতে বলবেন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা একসাথে বলবে 'ণ্ট'। শিক্ষক এবার জানতে চাইবেন, এই যুক্তবর্ণটি কোন কোন বর্ণ মিলে হয়েছে? শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা একসাথে বলবে 'ণ' ও 'ট' মিলে হয়েছে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একসাথে কয়েকবার যুক্তবর্ণটি বলার চর্চা করাবেন। এবার শিক্ষক 'ণ্ট' যুক্তবর্ণটি দিয়ে উদাহরণগুলো (যেমন বণ্টন,ঘণ্টা) শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে একসাথে উচ্চারণ করবেন (বণ্টন, ণ্ট - ণ ট)।

ধাপ-৩: শিক্ষার্থী

শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীর কাছে জানতে চাইবেন, আজকে শেখা যুক্তবর্ণ কোনটি? শিক্ষার্থীরা বলবে, ' ণ্ট ' । শিক্ষক জানতে চাইবেন, কোন কোন বর্ণ মিলে এই যুক্তবর্ণটি হয়েছে? শিক্ষার্থীরা বলবে, 'ণ' এর সাথে 'ট' মিলে (শিক্ষক ৩/৪ জন শিক্ষার্থীর কাছে জানতে চাইবেন)। শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে ' ণ্ট ' যুক্তবর্ণটি দিয়ে উদাহরণ হিসেবে দুটি শব্দ (বণ্টন,ঘণ্টা) উচ্চারণ করে দেখাতে বলবেন।

যুক্তবর্ণ লিখি:

আমি করি: শিক্ষক বলবেন, এখন আমরা ' ণ্ট ' যুক্তবর্ণটি লেখা শিখব। শিক্ষক প্রথমে বোর্ডে যুক্তবর্ণটি সঠিক প্রবাহ অনুসরণ করে লিখে দেখাবেন।

আমরা করি: শিক্ষক এবার বোর্ডে ' ণ্ট ' যুক্তবর্ণটির উপর হাত ঘুরাবেন আর শিক্ষার্থীদের খাতায় যুক্তবর্ণটি মিলিয়ে লিখতে বলবেন।

তুমি করঃ শিক্ষার্থীরা এবার খাতায় যুক্তবর্ণটি ৫ বার যুক্তবর্ণটি লিখতে বলবেন।

একের অধিক যুক্তবর্ণ থাকলে শিক্ষক একই পদ্ধতি অনুসরণ করে শিখাবেন।

যুক্তবর্ণযুক্ত অনুচ্ছেদ পড়িঃ

তুমি করঃ শিক্ষক এমন একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করবেন যেখানে ণ্ট – যুক্তবর্ণ সংবলিত শব্দ থাকে। এবার অনুচ্ছেদটি বোর্ডে/ পোস্টারে ঝুলিয়ে/ লিখে দিয়ে সকল শিক্ষার্থীকে নীরবে পড়তে বলবেন এবং এ অনুচ্ছেদের যে সকল যুক্তবর্ণ আছে তা শনাক্ত করে বানান করে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা করবেন।

আমরা করিঃ এরপর শিক্ষক ও শিক্ষার্থী একসাথে বোর্ডে বা পোস্টারে লেখা অনুচ্ছেদটি পড়বেন।

অধিবেশন: ৭	শব্দজ্ঞান ও পঠন সাবলীলতার কৌশল ও অনুশীলন

শিখনফল:

এ-অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শব্দজ্ঞানের ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

খ. পঠন সাবলীলতার ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

গ. শব্দজ্ঞান ও পঠন সাবলীলতার কৌশলসমূহ শিখন-শেখানো কার্যক্রমে অনুশীলন করতে পারবেন।

সময়: ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট

পদ্ধতি ও কৌশল: শব্দ ধাঁধা, দলগত কাজ, উপস্থাপন

উপকরণ: পিপিটি স্লাইড/ ফ্লিপচার্ট, তথ্যপত্র, চেকলিস্ট

কাজ – ১: শিক্ষার্থীর শব্দজ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা

১. অংশগ্রহণকারীদের বলুন যে এখন শব্দজ্ঞানের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

২. নিচের পিপিট স্লাইডটি প্রদর্শন করুন।

শব্দজ্ঞান হলো বিভিন্ন পরিস্থিতিতে একটি শব্দের অর্থ কী তা বোঝা ও ব্যবহার করতে পারা। বাক্যের অর্থ বুঝতে শব্দজ্ঞান অপরিহার্য। শিশুকে শব্দজ্ঞান শেখাতে হয়।

৩. অংশগ্রহণকারীদের বলুন, প্রারম্ভিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা অনেক নতুন নতুন শব্দ শেখে। আবার বড় হয়েও তারা নতুন শব্দ শিখতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আজ আমরা নতুন শব্দ **ধ্বনি সচেতনতা** ও **বর্ণজ্ঞান** শিখেছি। তাই কোনো পাঠ পড়ে বুঝতে শিক্ষার্থীদেরও শব্দের অর্থ শেখানো দরকার। বিশেষ করে যেগুলো অপরিচিত ও অজানা শব্দ।

৪. পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড বা ফ্লিপচার্টে নিচের লেখাগুলো লিখে প্রদর্শন করুন। অংশগ্রহণকারীরা অনুচ্ছেদটি পড়ে বুঝতে পারছেন কি না জিজ্ঞেস করুন। যারা বুঝতে পারেননি তারা কেন অনুচ্ছেদটি বুঝতে পারছেন না তা জিজ্ঞেস করুন। তাদের উত্তর শুনুন,

ট্রেগনেক্স জেড হচ্ছে এক ধরনের **জেড** যা দিয়ে যে কোনো জায়গা থেকে **জেড** করা যায়। সাধারণ **জেড** থেকে **ট্রেগনেক্স জেড** একটু আলাদা। **ট্রেগনেক্স জেড** বর্তমানে খুবই ছোট আর হালকা। ১৯৭৩ সালে তৈরি প্রথম **ট্রেগনেক্স জেড** ছিল এক কেজি ওজনের।

৫. এরপর বলুন যে, আমরা অনুচ্ছেদটি বুঝতে পারছি না কারণ আমরা বেশ কিছু শব্দের অর্থ জানি না। অনুচ্ছেদটি **ট্রেগনেক্স জেড** কী সে সম্পর্কে বলেছে। তবে এই শব্দটির অর্থ না জানা পর্যন্ত আমরা এটি বুঝতে পারব না।

৬. নিচের অনুচ্ছেদটি পুনরায় প্রদর্শন করুন। অংশগ্রহণকারীরা এবার অনুচ্ছেদটি বুঝতে পারছেন কি না জিজ্ঞেস করুন। জিজ্ঞেস করুন, কেন তারা এখন অনুচ্ছেদটি বুঝতে পারছেন।

মোবাইল ফোন হচ্ছে এক ধরনের **ফোন** যা দিয়ে যে কোনো জায়গা থেকে **ফোন** করা যায়। সাধারণ **ফোন** থেকে **মোবাইল ফোন** একটু আলাদা। **মোবাইল ফোন** বর্তমানে খুবই ছোট আর হালকা। ১৯৭৩ সালে তৈরি প্রথম **মোবাইল ফোন** ছিল এক কেজি ওজনের।

৭. ব্যাখ্যা করুন, আমরা উপরের অনুচ্ছেদটিতে ট্রেগনেক্স জেড শব্দটির অর্থ আমরা জানি না। শুধুমাত্র এই শব্দটির অর্থ জানার কারণে আমরা দেখতে পাই যে এই অনুচ্ছেদটিতে একটি মোবাইল ফোন সম্পর্কে বলা হয়েছে। একইভাবে যে কোনো শব্দ শিক্ষার্থীদের জানা না থাকলে তা তাদের কাছে একটি অর্থহীন শব্দ হিসেবে গণ্য হয়। যা পড়ে তা বুঝতে পারে না। তারা শুধু শব্দগুলো উচ্চারণ করতে পারে। তবে অর্থ বুঝতে পারে না।

৮. অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন যে, শব্দজ্ঞান কেন গুরুত্বপুর্ণ? প্রয়োজনে প্রশ্নটি বোর্ডে লিখুন এবং পরস্পর আলোচনা করে প্রাপ্ত ধারণা ফ্লিপচার্টে লেখার ব্যবস্থা করুন।

৯. নিচে প্রদত্ত তথ্য স্লাইড অথবা পোস্টার পেপারের মাধ্যমে প্রদর্শন করুন। পূর্বে প্রদর্শিত তথ্যের সাথে সমন্বয় করে এ সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করুন।

পড়ার পাঁচটি মৌলিক উপাদানের মধ্যে একটি অন্যতম উপাদান হলো শব্দজ্ঞান। শব্দজ্ঞান বাক্যের অর্থ বুঝতে সহায়তা করে। বিদ্যালয়ে আসার আগেই শিক্ষার্থীরা তাদের চারপাশের পরিবেশ থেকে অনেক শব্দ শিখে আসে। কিন্তু শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের পাঠ্যবইয়ে এমন কিছু নতুন শব্দের সাথে পরিচিত হয় যার অর্থ না জানা থাকলে বাক্য বা অনুচ্ছেদ পড়ে বুঝতে পারে না এবং এসকল নতুন শব্দ শিক্ষার্থী পরিকল্পিতভাবে শেখাতে হয়। শব্দভাণ্ডারের জন্য সেই সকল শব্দ নির্বাচন করা হয় যা একজন শিক্ষার্থীর বর্তমান বা নিকট ভবিষ্যতের পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু পড়ে বুঝার জন্য তার অর্থ জানা প্রয়োজন।

১০. অংশগ্রহণকারীদের বলুন, সফল পাঠক হতে হলে শিক্ষার্থীদের শব্দের পাঠোদ্ধার করতে ও অর্থ বুঝতে হবে। অর্থ বোঝার জন্য শব্দগুলো অবশ্যই শিক্ষার্থীদের জানা থাকতে হবে।

১১. এবার অংশগ্রহণকারীদের বলুন, অর্থের কাঠিন্যের ভিত্তিতে শব্দভাণ্ডারকে মূলত তিনটি ধরনে ভাগ করতে পারি, যেমন-

টায়ার-১ কোন ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ ছাড়াই শিক্ষার্থীরা সাধারনত: পরিবার ও পরিবেশ থেকে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে এ টায়ারের শব্দসমূহ শিখে থাকে। যেমন- মা, বাবা, ছোট, বড়, বাড়ি ইত্যাদি।

টায়ার-২ এ টায়ারের শব্দসমূহ বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় এবংনিকট ভবিষ্যৎ পঠন শিখনের জন্য ব্যবহৃত হবে এবং যার অর্থ শিক্ষার্থীকে জানতে হয়। এই শব্দগুলো পরবর্তীতে বাক্য বা অনুচ্ছেদ পড়ে বুঝতে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করে। এ টায়ারের শব্দগুলোর অর্থ শিক্ষার্থীরা সচরাচর জানে না, কিন্তু পঠিত বিষয়ের অর্থ বোঝার জন্য জানা প্রয়োজন। যেমন ২য় শ্রেণির শিক্ষার্থীর জন্য টায়ার-২ এর শব্দ হল- মৌ, প্রচুর ইত্যাদি।

টায়ার-৩ যে বিশেষায়িত শব্দসমূহ শিক্ষার্থীর বর্তমান শ্রেণিতে সচারচার ব্যবহার হয় না কিন্তু পরবর্তী কোন শ্রেণির জন্য প্রয়োজন হতে পারে সেই সকল শব্দসমূহ এই টায়ারের অন্তর্ভূক্ত। যেমন ২য় শ্রেণির শিক্ষার্থীর জন্য টায়ার-৩ শব্দ হতে পারে- স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার, আইসোটোপ, অসমোসিস ইত্যাদি।

১২. সহায়ক তথ্যে প্রদত্ত ধাপসমূহ ব্যবহার করে শব্দজ্ঞান সম্পর্কিত শিখন-শেখানো কার্যক্রমটি প্রদর্শন করুন। কী কী ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে তা অংশগ্রহণকারীদের নোট নিতে বলুন।

১৩. এরপর অংশগ্রহণকারীদের ৪ দলে বসে শব্দজ্ঞান শেখানোর ধাপসমূহ অনুশীলন করতে বলুন। ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সহায়তা করুন,

কাজ – ২: পঠন সাবলীলতার গুরুত্ব ও শিখন শেখানো প্রক্রিয়া

১৪. অংশগ্রহণকারীদের বলুন, এখন পঠন সাবলীলতার গুরুত্ব ও শিখন শেখানো প্রক্রিয়া আলোচনা করা হবে।

১৫. নিচের স্লাইডটি প্রদর্শন করে এ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করুন

পঠন সাবলীলতা

পঠন সাবলীলতা বলতে কোনো শব্দ বা বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে, প্রমিত উচ্চারণে, স্বাভাবিক গতিতে ও সঠিক স্বরভঙ্গি বজায় রেখে পড়তে পারার দক্ষতাকে বুঝায়।

- অংশগ্রহণকারীগণকে ৫ দলে ভাগ করুন। পঠন সাবলীলতা কেন প্রয়োজন তা অংশগ্রহণকারীদের ছোট দলে আলোচনা করতে বলুন। নির্ধারিত সময় শেষে প্রতি দল থেকে মতামত নিয়ে ফ্লিপ চার্টে লিখুন।
- নিচের পিপিটি স্লাইডটি প্রদর্শন করুন। আপনি যা প্রদর্শন করছেন, তার সঙ্গে অংশগ্রহণকারীদের কোনো প্রতিক্রিয়া মিলে গেলে মূল শব্দগুলোর নিচে দাগ দিন।

পঠন সাবলীলতা কেন প্রয়োজন?

কম সাবলীল পাঠক তার বেশির ভাগ সময়, শ্রম এবং মনোযোগ শুধুমাত্র শব্দ পাঠোদ্ধার (Decoding) করতেই ব্যয় করে ফেলে। যার ফলে কোনো কিছু পড়ার পর সে কী পড়েছিল, তা মনে করতে পারে না। এর ফলে সে পাঠটি বুঝতে পারে না। আর সাবলীল পাঠকদের শব্দের পাঠোদ্ধার করতে যেহেতু কম সময় লাগে, তাই সাধারণত সাবলীল পাঠকেরা যা পড়েন তা বুঝেই পড়েন। এই কারণে বোধগম্যতার জন্য পঠন সাবলীলতা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

১৬. অংশগ্রহণকারীদের বলুন যে, পঠন সাবলীলতার জন্য শ্রেণিতে আদর্শ পঠন কীভাবে করতে হয় তা শিক্ষকদের প্রদর্শন করতে হবে।

১৭. সহায়ক তথ্য থেকে পঠন সাবলীলতার জন্য আদর্শ পঠনের ধাপসমূহ ও যতিচিহ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করুন। ব্যাখ্যা করুন যে, এই কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের জন্য সাবলীল পঠন প্রদর্শন করতে সহায়তা করবে। তাদের পঠন সাবলীলতার জন্য কীভাবে পড়তে হবে তা এই কাজের মাধ্যমে তারা দেখতে পাবে।

১৮. অংশগ্রহণকারীদের বলুন, এখন আমি সহায়ক তথ্যে দেওয়া ধাপসমূহ ব্যবহার করে পঠন সাবলীলতা সম্পর্কিত শিখন কার্যক্রম প্রদর্শন করব। কী কী ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে তা অংশগ্রহণকারীদের নোট নিতে বলুন।

১৯. এরপর অংশগ্রহণকারীদের পূর্বের দলে বসে পঠন সাবলীলতা শেখানোর ধাপসমূহ চর্চা করতে বলুন। আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

সহায়ক তথ্য: ৭	শব্দজ্ঞান ও পঠন সাবলীলতার কৌশল ও অনুশীলন

শব্দজ্ঞান

পড়ার পাঁচটি মৌলিক উপাদানের মধ্যে একটি অন্যতম উপাদান হলো শব্দজ্ঞান। কোনো শব্দ চিনে ও অর্থ বুঝে বাক্যে ব্যবহার করতে পারাই শব্দজ্ঞান। শব্দজ্ঞান বাক্যের অর্থ বুঝতে সহায়তা করে। বিদ্যালয়ে আসার আগেই শিক্ষার্থীরা তাদের চারপাশের পরিবেশ থেকে অনেক শব্দ শিখে আসে। কিন্তু শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের পাঠ্যবইয়ে এমন কিছু নতুন শব্দের সাথে পরিচিত হয় যার অর্থ না জানা থাকলে বাক্য বা অনুচ্ছেদ পড়ে বুঝতে পারে না এবং এসকল নতুন শব্দ শিক্ষার্থীকে পরিকল্পিতভাবে শেখাতে হয়। শব্দজ্ঞানের জন্য সেই সকল শব্দ নির্বাচন করা হয় যা একজন শিক্ষার্থীর বর্তমান বা নিকট ভবিষ্যতের পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু পড়ে বুঝার জন্য তার অর্থ জানা প্রয়োজন।

শব্দভাণ্ডার শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া

শিক্ষক: এখন আমরা আজকের পড়া গল্পটি থেকে দুটি নতুন শব্দ শিখব। প্রথম শব্দটি হলো - **নীল**। **নীল** একটি রঙের নাম (ছবি থাকলে দেখাবেন)। (সম্ভব হলে বাস্তব উপকরণ/মডেল/ছবি/অঙ্গ-ভঙ্গি বা অভিনয়ের মাধ্যমে শব্দটির অর্থ বুঝিয়ে দিন)

শিক্ষক: আমি নীল শব্দটি দিয়ে একটি বাক্য বলছি - আকাশের রং নীল।

শিক্ষক: এবার তোমরা জোড়ায় আলোচনা করে নীল শব্দ দিয়ে আরেকটি বাক্য বলো। যদি পারো, শব্দটি দিয়ে আরো নতুন নতুন বাক্য তৈরি কর।

(শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের বাক্য শুনবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষে ২/৩ জন শিক্ষার্থী সকলের উদ্দেশে তাদের বাক্যগুলো বলবে। একইভাবে অন্য একটি শব্দটি দিয়ে বাক্য তৈরি করা শিখাবেন)

পঠন সাবলীলতা

পঠন সাবলীলতা হলো কোনো একটি পাঠ বা পাঠ্যাংশ নির্দিষ্ট মান গতিতে, সঠিক উচ্চারণে এবং যতিচিহ্ন অনুসরণ করে অভিব্যক্তির মাধ্যমে পড়তে পারার দক্ষতা। অর্থাৎ কোনো শব্দ বা বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে, সঠিক উচ্চারণে ও যতিচিহ্ন মেনে সঠিক স্বরভঙ্গি বজায় রেখে পড়তে পারার দক্ষতাই পঠন সাবলীলতা। পড়ার দুটো অংশ। একটি হলো শব্দকে ডিকোড করতে পারা এবং আরেকটি হলো ডিকোডকৃত শব্দের অর্থ বুঝতে পারা।

সাবলীল পাঠক

- অর্থ শনাক্ত করে বাধাহীনভাবে পড়ে;
- একটা নির্দিষ্ট মান গতি বজায় রেখে পড়ে;
- অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বরভঙ্গি বজায় রেখে পড়তে পারে এবং মনে হয় যে পড়ে অর্থ বুঝতে পারছে;
- বিরাম চিহ্নের ব্যবহার করে পড়তে পারে এবং তার অর্থ বুঝতে পারে;
- নিজে নিজে ভুল সংশোধন করেও পড়তে পারে।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি যতিচিহ্ন ব্যবহারঃ

- পড়ার সময় কোথাও তাড়াতাড়ি, কোথাও আস্তে, কোথাও জোর দিয়ে, কোথাও আবার একটু থেমে, শ্বাসাঘাত ও স্বরভঙ্গি অনুসরণ করে অর্থাৎ সঠিক যতি চিহ্নের ব্যবহার জেনে পড়তে হয়।
- **দাঁড়ি (।)ঃ** বাক্যের শেষে দাঁড়ি দিতে হয়। দাঁড়ি দিলে বাক্য শেষ হয়েছে বোঝা যায়।
- **কমা (,)ঃ** বাক্যে বিরতি বুঝাতে ও বাক্যের বিভিন্ন বিষয়কে আলাদা করতে কমা ব্যবহার করা হয়।
- **প্রশ্ন (?)**ঃ কোনো কিছু সম্পর্কে জানতে চাওয়া বোঝাতে বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসে।
- **বিস্ময়সুচক (!)**ঃ উচ্ছ্বাস, বিষাদ, আবেগ অনুভূতি বোঝাতে বিস্ময়সুচক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
- **সেমিকোলন (;)ঃ** কমা থেকে একটু বেশি থামতে সেমিকোলন ব্যবহার করা হয়।
- **কোলনঃ** একটি অপূর্ণ বাক্যের পরে অন্য একটি বাক্য অবতারণা করতে এবং উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে কোলন ব্যবহৃত হয়।

পঠন সাবলীলতা শিখন শেখানো প্রক্রিয়াঃ (প্রারম্ভিক পর্যায়)

- **শিক্ষকঃ** কেমন আছ সবাই? সবাই এই ছবিটি দেখ। শিক্ষক পাঠ্য বইয়ের একটি ছবি দেখাবেন।
- **শিক্ষকঃ** আমরা ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছি? কয়েকজন শিক্ষার্থীর নিকট থেকে শুনবেন। এরপরে পাঠের শিরোনাম বলবেন। তোমরা কি বলতে পারো গল্পটি কী নিয়ে হতে পারে? (শিক্ষক ৩-৪ জন শিক্ষার্থীর নিকট থেকে শুনবেন) পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের বলবেন, আমি এই গল্পটি তোমাদের পড়ে শোনাব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে।
- শিক্ষক সঠিক গতি, শুদ্ধ উচ্চারণ এবং যতিচিহ্ন অনুসরণ করে অভিব্যক্তির মাধ্যমে গল্পটি পড়বেন। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে যেখানে প্রয়োজন সহজ বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করবেন।
- শিক্ষক: এরপর তোমরা আমার সাথে একসাথে পড়বে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে ঐ দিনের পাঠের জন্য গল্পের নির্ধারিত অংশটুকু কয়েকবার (তিন/চারবার) পড়বেন। শিক্ষক একসাথে দুই লাইন করে পড়বেন এবং তারপর সকল শিক্ষার্থী পড়বে। এ সময় শিক্ষক খেয়াল রাখবেন শিক্ষার্থীরা তাদের বইয়ে শব্দের নিচে আঙুল নির্দেশ করে সঠিক উচ্চারণে পড়ছে কিনা। এরপর এককভাবে সবাইকে নিজ নিজ পাঠ্য বইয়ে পাঠ বা গল্পটি পড়তে বলবেন।
- নির্ধারিত সময় শেষে শিক্ষক চার/পাঁচজন শিক্ষার্থীর তাদের কাছে যাবেন, তাদের পড়া শুনবেন, প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। অন্য শিশুরা মনোযোগ সহকারে শুনবে ও শব্দে আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে পড়া অনুসরণ করবে।
- অংশগ্রহণকারীগণকে ৪টি দলে ভাগ করুন। পাঠ পরিকল্পনার ধাপ অনুযায়ী শিখন শেখানো কাজে শিক্ষার্থীর শব্দজ্ঞান, পঠন সাবলীলতা অর্জনে শিক্ষকের পূর্ণাঙ্গ পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে বলুন। দলে নিম্নরূপ কাজ বন্টন করুন।

দল	শ্রেণি	বিষয়
১	প্রথম শ্রেণি	পিপঁড়া ও পায়রার গল্প- " এক নদীর..... ভেসে গেল"
২	দ্বিতীয় শ্রেণি	বিড়াল ছানা- " ঝিলি ও মিলি..... মজা করে খায়"
৩	তৃতীয় শ্রেণি	হারজিতের গল্প- "স্যার আসতে..... ভালো লাগলো রাশেদ"
৪	চতুর্থ শ্রেণি	বাংলাদেশের প্রকৃতি- "ষড়ঋতুর দেশ..... বদলে যায়"

- দলে সংশ্লিষ্ট সহায়ক তথ্য, কর্মপত্র, বাংলা পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা বিতরণ করুন এবং দলগত কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করুন। দলগত আলোচনা করে দলে সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে অনুশীলন করতে বলুন।
- এবার ক্রমানুসারে প্রত্যেকটি দল থেকে দৈবচয়নে একজনকে শিক্ষক হিসেবে ও অন্যদের শিক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করে নির্ধারিত কাজের সিমুলেশন করতে বলুন।
- প্রত্যেক দলের উপস্থাপন শেষে সংক্ষিপ্ত আলোচনার সুযোগ দিন। প্রয়োজনে নিজে সিমুলেশনে সহায়তা করে ধারণা স্পষ্ট করুন।

অধিবেশন: ৮	বোধগম্যতার কৌশল ও অনুশীলন

শিখনফল:

এ-অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ

১। শিখন-শেখানো কার্যক্রমে বোধগম্যতা বৃদ্ধির কৌশল প্রয়োগ করতে পারবেন।

২। শিখন শেখানো কার্যক্রমে বোধগম্যতার কৌশলসমূহ অনুশীলন করতে পারবেন।

কাজ – ১: শিখন শেখানো কার্যক্রমে বোধগম্যতার কৌশলসমূহ ব্যাখ্যা।

২০. অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন যে, পঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো বোধগম্যতা। পঠনের মূল উদ্দেশ্য বোধগম্যতা না থাকলে পঠন অর্থহীন হয়ে পড়ে। এখন আমরা বোধগম্যতার গুরুত্ব ও শিখন শেখানো প্রক্রিয়া আলোচনা করব। নিচের তথ্যটি পিপিটি স্লাইড এর মাধ্যমে প্রদর্শন করে ধারণা স্পষ্ট করুন।

বোধগম্যতা
বোধগম্যতা হলো কোনো কিছু পড়ে তার অর্থ বুঝতে পারা। যখন শিক্ষার্থীর বোধগম্যতার দক্ষতা অর্জিত হয়, তখন কোনো পাঠ পড়ে সে তার অর্থ বুঝতে পারে।

২১. অংশগ্রহণকারীদের পূর্বের দলে সহায়ক তথ্য বিতরণ করুন। তথ্যপত্রটি পড়তে বলুন। প্রত্যেক দল থেকে একটি করে অংশ ব্যাখ্যা করতে বলুন। প্রয়োজনে নিজে সহায়তা করুন।

২২. এবার অংশগ্রহণকারীদের বলুন, এখন আমি সহায়ক তথ্যে দেওয়া ধাপসমূহ ব্যবহার করে বোধগম্যতা সম্পর্কিত শিখন কার্যক্রমটি প্রদর্শন করব। কী কী ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে তা অংশগ্রহণকারীদের নোট নিতে বলুন।

২৩. এরপর অংশগ্রহণকারীদের পূর্বের দলে বসে বোধগম্যতা শেখানোর কৌশলসমূহ অনুশীলন করতে বলুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

কাজ – ২: বোধগম্যতার কাজসমূহ প্রয়োগ।

- সহায়ক তথ্য অনুযায়ী অংশগ্রহণকারীগণদের পূর্ণাঙ্গ পাঠপরিকল্পনার ধাপসমূহ পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে প্রদর্শন করুন।
- অংশগ্রহণকারীগণকে ৪টি দলে ভাগ করুন। পাঠপরিকল্পনার ধাপ অনুযায়ী শিখন শেখানো কাজে শিক্ষার্থীর বোধগম্যতা অর্জনে শিক্ষকের পূর্ণাঙ্গ পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে বলুন। দলে নিম্নরূপ কাজ বন্টন করুন।

দল	শ্রেণি	বিষয়
১	দ্বিতীয় শ্রেণি	পাঠ্যপুস্তক থেকে বিষয় নির্বাচন করে দিতে হবে।
২	তৃতীয় শ্রেণি	

৩	চতুর্থ শ্রেণি	
৪	পঞ্চম শ্রেণি	

- দলে সংশ্লিষ্ট সহায়ক তথ্য, কর্মপত্র, বাংলা পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা বিতরণ করুন এবং দলগত কাজের জন্য ১০ মিনিট সময় নির্ধারণ করুন। দলগত আলোচনা করে দলে সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে অনুশীলন করতে বলুন।
- এবার ক্রমানুসারে প্রত্যেকটি দল থেকে দৈবচয়নে একজনকে শিক্ষক হিসেবে ও অন্যদের শিক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করে নির্ধারিত কাজের সিমুলেশন করতে বলুন।
- প্রত্যেক দলের উপস্থাপন শেষে সংক্ষিপ্ত আলোচনার সুযোগ দিন। প্রয়োজনে নিজে সিমুলেশনে সহায়তা করে ধারণা স্পষ্ট করুন।

সহায়ক তথ্য: ৮	বোধগম্যতার কৌশল ও অনুশীলন

বোধগম্যতা

'বোধগম্যতা' হলো কোনো কিছু পড়ে বুঝতে পারা। পড়ার আসল উদ্দেশ্য হলো পঠিত বিষয়ের অর্থ উদ্ধার করা বা বোঝা। পড়ার দুইটি অংশ থাকে: ১। পাঠোদ্ধার (Decoding) ২। বোধগম্যতা (Understanding)। সাংকেতিক চিহ্নগুলোকে বর্ণ হিসেবে চিনতে পারার মাধ্যমে শব্দগুলো উচ্চারণ করতে পারাকেই বলে পাঠোদ্ধার এবং পুরো লেখাটির অর্থ উদ্ধারের মাধ্যমে বুঝতে পারাই হলো বোধগম্যতা এই দুইটি অংশের মধ্যে বোধগম্যতাই হচ্ছে পড়ার মূল উদ্দেশ্য। যে সকল শিক্ষার্থী বুঝে পড়তে পারে তারা পড়ে যেমন- আনন্দ পায় তেমনি সেই পঠিত অনুচ্ছেদ থেকে যে কোনো ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতার জন্য শ্রেণিকক্ষে যে দুটি কাজ করা হয় তা হলো-

১. পূর্বানুমান
২. প্রশ্নোত্তর

পূর্বানুমান

পূর্বানুমান যাচাইয়ে জন্য শিক্ষক প্রথমে পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি দেখিয়ে পাঠটি কী নিয়ে হতে পারে তা নিয়ে অনুমানভিত্তিক কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। শিক্ষক সঠিক গতি, অভিব্যক্তি, স্বরের উঠানামা, শুদ্ধ উচ্চারণের সাথে গল্পটি শিক্ষার্থীদের পড়ে শোনাবেন। পড়া শেষে শিক্ষক ২-৩ জন শিক্ষার্থীর নিকট থেকে শুনবেন তাদের পূর্বানুমান সঠিক ছিল কি না।

প্রশ্নোত্তর

বোধগম্যতার প্রশ্নোত্তরের কাজটি ৩ ধাপে করা হয়-
ধাপ-১: আমি করি: শিক্ষক প্রথম প্রশ্নটির উত্তর কীভাবে খুঁজে বের করতে হয় তা নিজে করে দেখান।
ধাপ-২ আমরা করি: শিক্ষক ও শিক্ষার্থী একসাথে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটি খুঁজে বের করে
ধাপ-৩ তুমি কর: শিক্ষার্থীরা নিজে নিজে তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরটি খুঁজে বের করার অনুশীলনা করে।

এভাবে শিক্ষক শিক্ষাথীদের অনুমান করতে দিয়ে, প্রশ্ন-উত্তর প্রদানের মাধ্যমে বোধগম্যতা অনুশীলন করাবেন। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রশ্নের ধরন অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তর দক্ষতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে-

আক্ষরিক বোধগম্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন-

যে প্রশ্নগুলোর উত্তর সরাসরি পাঠে দেওয়া আছে। শিক্ষার্থী পাঠে দেওয়া তথ্যগুলো মনে করে উত্তর দিতে পারে। যেমন-

- কে - কোন প্রশ্ন কে দিয়ে হলে উত্তরটি হবে কোনো ব্যাক্তির বা চরিত্রের নাম।
- কী - কোন প্রশ্ন কী দিয়ে হলে উত্তরটি হবে কোনো ঘটনা বা বস্তুর নাম।
- কোথায় - কোন প্রশ্ন কোথায় দিয়ে হলে উত্তরটি হবে কোনো জায়গার নাম।
- কখন - কোন প্রশ্ন কখন দিয়ে হলে উত্তরটি হবে কোনো সময়ের।

- কীভাবে - কীভাবে দিয়ে প্রশ্ন হলে উত্তরটি হবে কোনো ঘটনা বা বিষয় ঘটার প্রক্রিয়া যেভাবে ঘটেছে তা।

অনুমানসিদ্ধ বোধগম্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রশ্নঃ

অনুমানভিত্তিক প্রশ্ন - পাঠে সরাসরি উত্তর দেওয়া নেই। কিন্তু সংকেত বা উত্তর কী হতে পারে তা জানা যায়। পাঠের সেই সংকেত বা ঘটনার পরম্পরা বিবেচনায় শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দেয়। যেমন: বাঘ রাখালকে নিয়ে কোথায় গেলো?

মূল্যায়নধর্মী বোধগম্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন -

- মূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন- ঘটনার মূল্যায়ন করতে বা পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতে এই ধরনের প্রশ্ন করা হয়। যেমন- কে বেশি ভাল? লোভী কাঠুরে জলপরির কাছ থেকে কী শিক্ষা পেল?

বোধগম্যতা শিখন শেখানো প্রক্রিয়াঃ

আমাদের দেশ

আমাদের দেশের নাম বাংলাদেশ। এ দেশে অনেক নদী আছে। নদী বয়ে চলে। পাখিরা গান গায়। গাছে গাছে ফুল ফোটে। এ দেশের আকাশ নীল। আকাশে উড়ে বেড়ায় সাদা মেঘ। রাতে চাঁদ ওঠে। কত ভালো লাগে। এ দেশের পাহাড় সবুজ। তেমনি সবুজ ফসলের মাঠ। মাঠে মাঠে ধান হয়। খালের জলে ভেসে বেড়ায় মাছ। ভোর বেলায় শিস দেয় দোয়েল। দোয়েল আমাদের জাতীয় পাখি। কী সুন্দর আমাদের এই দেশ!

শিক্ষকঃ এখন আমরা দেখব, পড়ার আগে গল্পটির ছবি দেখে তোমরা যা বলেছিলে, তার সাথে গল্পটি মিলল কি না। (শিক্ষক ২-৩ জন শিক্ষার্থীর নিকট থেকে শুনবেন তাদের পূর্বানুমান ঠিক ছিল কি না।

শিক্ষকঃ এখন আমরা আজকের পড়া গল্পটি থেকে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করব। আমার প্রথম প্রশ্ন হলো, পাখিরা কি গান গায়? -এর উত্তর **হ্যাঁ** অথবা **না** হতে পারে।

শিক্ষকঃ আমি গল্পটি আবার পড়ব এবং উত্তর খুঁজে বের করব। যেখানে উত্তর আসবে সেখানে আমি হাত উঠাব। (শিক্ষক গল্পটি আবার পড়বেন এবং পাখিরা গান গায় পর্যন্ত পড়ে থামবেন এবং হাত ওঠাবেন।)

শিক্ষকঃ এবার দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর আমরা একসাথে খুঁজে বের করব। দ্বিতীয় প্রশ্নটি হলো । ভোর বেলায় শিস দেয় কে?

-এর উত্তর কী হবে, তা আমরা খুঁজে বের করব।

আমি গল্পটি আবার পড়ছি। যেখানে উত্তর আসবে সেখানে আমরা হাত উঠাব। (ভোর বেলায় শিস দেয় দোয়েল) পর্যন্ত পড়ে শিক্ষক থামবেন এবং হাত ওঠাবেন; তিনি দেখবেন কতজন শিক্ষার্থী হাত উঠিয়েছে)

শিক্ষকঃ এখানে আমরা পেলাম- ভোর বেলায় শিস দেয় দোয়েল ।

শিক্ষক: তাহলে ভোর বেলায় শিস দেয় কে?

শিক্ষার্থীঃ ভোর বেলায় শিস দেয় দোয়েল ।

শিক্ষকঃ এবার তোমরা তৃতীয় প্রশ্নটির উত্তর খুঁজে বের করবে। প্রশ্নটি হলো- আমাদের জাতীয় পাখির নাম কী? এর উত্তর **কী** হবে, তা তোমরা খুঁজে বের করবে।